

সপ্তম অধ্যায় ।

২৯ সূক্ত ।

ইন্দ্র দেবতা । তরঙ্গাকৃতি ।

১। (হে যজমানগণ) ! তোমাদিগের ঋত্বিকসমূহ অনুগ্রহার্থী হইয়া মহাভোজ উচ্চারণপূর্বক বন্ধুত্বলাভের নিমিত্ত ইন্দ্রের পরিচর্যা করিতেছেন। কারণ বজ্রপাণি ইন্দ্র বিপুল (ধন) প্রদান করেন। অতএব রক্ষার্থ, রমনীয় ও মহান সেই ইন্দ্রেরই যাগ কর ।”

২। যাঁহার হস্তে মানব হিতকর (ধন) সঞ্চিত আছে ; যিনি সুবর্ণময় রথে আরুঢ় ; যাঁহার বিশাল বাহুদ্বয়ে রশ্মি সকল নিয়মিত আছে ; যাঁহাকে রথে নিয়োজিত বলশালী অশ্বগণ (অস্তরীক) পাশে (বহন করে) ।

৩। হে ইন্দ্র ! ঐশ্বর্যালাভার্থ (ভরদ্বাজ) ত্বদীয় পাদদ্বয়ের পরিচর্যা করিতেছেন, কারণ তুমি বলদ্বারা শক্রগণকে পারাজিত কর, বজ্র ধারণ কর এবং (স্তোত্রবর্গকে) ধন প্রদান কর। হে মেতা ! তুমি সকলের দর্শনার্থ মনোজ্ঞ ও সত্য গদ্যমণ্ডল রূপ ধারণ করিয়া হৃদয়ের ন্যায় পরিজ্ঞান কর ।

৪। অভিযুত সৌম্য যথোপযুক্তরূপে মিশ্রিত হইয়াছে, ইহা অভিযুত হইলে পাকযোগ্য (পুরোডাশাদি) পাক হয়, ভূত্বয় সকল (হব্যার্থ) সংস্কৃত হয়(১) এবং ঋত্বিগ্গণ হব্য প্রদানপূর্বক ইন্দ্রের স্তুতি পাঠ ও প্রশংসা গান করিতে করিতে দেবগণের সন্নিহিত হন ।

৫। হে ইন্দ্র ! ত্বদীয় বলের সীমা নির্দ্ধারিত হয় নাই। স্বর্ণ ও পৃথিবী ইহার মহাভোজ্য ভীত হইয়াছে। (গোপাল) বৈরূপ বারিদ্ধারা গোযুথের (তৃপ্তি সাধন করে), শুবকারী সেইরূপ সত্ত্বর আগ্রহসহকারে হব্যদ্বারা যাগ করিয়া ত্বদীয় বলের তৃপ্তি বিধান করে ।

(১) ইহা আছে “পক্তিঃ পচ্যতে ন ভি ধানিঃ ।”

৬। হিরিতনাসিক মহেন্দ্র যেন একপে অনার্যাসে আশাদিগের আহ্বানযোগ্য হইলেন। তিনি স্বয়ং উপস্থিত বা অনুপস্থিত হউন, স্তোতৃ-বর্গকে ধন প্রদান করেন; অরূপম শক্তিমানু সেই ইন্দ্র যেন এইরূপে প্রোত্-ভূত হইয়া অসংখ্য ঐতিহ্যলোচরীদিগকে ও দম্যগণকে সংহার করেন।

৩০ শ্লোক।

ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। ইন্দ্র পুনর্বার বীরত্ব প্রকাশের নিমিত্ত প্ররুদ্ধ হইয়াছেন। শ্রেষ্ঠ ও ক্ষয়হিত ইন্দ্র (স্তোতৃবর্গকে) ধন প্রদান করেন। ইন্দ্র স্বর্গ ও পৃথিবীকে অতিক্রম করেন। ইন্দ্রের অর্দ্ধভাগই স্বর্গ ও পৃথিবী উভয়ের সমকক্ষ।

২। সম্প্রতি আমি তাঁহার মহৎ অশ্রুয্য বলের শ্রবণ করিতেছি। তিনি যে সমস্ত কার্য্য (সম্পাদন করিতে) সঙ্কল্প করেন, কেহই তাহার খণ্ডন করিতে সমর্থ হয় না। তিনিই প্রত্যহ (রাত্রারত) সূর্য্যকে দৃষ্টি গোচর করেন। শোভন কার্য্যের অনুষ্ঠানকারী সেই ইন্দ্র ত্রিভুবন বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছেন।

৩। হে ইন্দ্র! পূর্ব্বকালের ন্যায় ইন্দ্রানীন্তন সময়েও নদী সকলের (বিসোচনরূপ) ভদ্রা কার্য্য বর্তমান রহিয়াছে; তদ্বারা তুমি সেই সমস্ত নদীর প্রবহণার্থ পথ নিরূপিত করিয়া দিয়াছ। অপর্ব্বত সকল ভোজনার্থ উপবিষ্ট মনুষ্যাগণের ন্যায় (ভদ্রার আঞ্জাক্রমে) নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতেছে। হে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী ইন্দ্র! এই অখিল বিশ্ব ভোজ্যকর্ক হিরাণ্য হইয়াছে।

৪। হে ইন্দ্র! ইহা সম্পূর্ণ সত্য যে তোমার সমকক্ষ নাই। কি দেব, কি মনুষ্য, কেহই তোমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। তুমি বারিরাশি নিরোধ করিয়া শয়ান অহিকে সংহার করিয়াছ এবং বারিরাশিকে সমুদ্রে পতিত হইবার নিমিত্ত বিমুক্ত করিয়াছ।

৫। তুমি নিবদ্ধ বারিরাশিকে সর্বত্র প্রবাহিত হইবার নিমিত্ত বিমুক্ত করিয়াছ। তুমি মেঘের স্রুত (বন্ধন) ছিন্ন করিয়াছ। তুমি স্বর্ঘ্য, আকাশ ও উষাকে প্রকাশিত করিয়া জগতের অধিবাসিগণের উপর আধিপত্য করিতেছ।

৩১ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। সুহোত্র ঋষি।

১। হে ধনাধিপতি ইন্দ্র! তুমি ধনের অদ্বিতীয় (অধীশ্বর)। তুমি মনুষ্যগণকে নিজ বাহুদ্বয়ে ধারণ কর। পুত্র, শত্রুবিজয়ী পৌত্র ও বৃষ্টির জন্য মনুষ্য বিবিধ প্রকারে তোমার স্তব করে।

২। হে ইন্দ্র! (মেঘ সকল), অন্তরীক্ষোদ্ভব বারিরাশি পতন-যোগ্য না হইলেও বর্ষণ করে। স্বর্গ, পৃথিবী, পর্বত সকল, বৃক্ষসমূহ এবং এই অখিল স্থাবর (জগৎ) তোমার আগমনে ভীত হয়।

৩। হে ইন্দ্র! তুমি কুৎসের সহিত প্রবল শুষ্কের বিকক্ষে যুদ্ধ করিয়াছ। রথে কুয়বকে বধ করিয়াছ। সংগ্রামে সূর্য্যের রথচক্র হরণ করিয়াছ এবং পাপকারী (রাক্ষসাদিকে) দূরীকৃত করিয়াছ।

৪। তুমি দম্য শস্যের একশত দুর্ভেদ্য নগর উচ্ছিন্ন করিয়াছ। হে প্রজীসম্পন্ন, অভিমুখ সোমদ্বারা ক্রীত ইন্দ্র! তৎকালে তুমি বদান্যতা-নিবন্ধন হব্যপ্রদাতা দিবোদাস এবং স্তবকারী ভরদ্বাজকে ধন প্রদান করিয়াছিলে।

৫। প্রকৃত বীরগণের অগ্রণী, অতুলৈখ্যশালী ইন্দ্র! তুমি তুমুল সংগ্রামের নিমিত্ত নিজ ভীষণ রথে আরোহণ কর। হে প্রকৃত পথগামী ইন্দ্র! তুমি রক্ষাসহকারে মদভিমুখে আগমন কর। হে সূত্রসিদ্ধ তুমি জনসমাজে আমাদিগকে প্রসিদ্ধ কর।

৩২ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। সুহোত্র ঋষি।

১। আমি বলশালী, বীর, শক্তিমানু, বেগম্পন্ন, সম্যকরূপে স্তবাহ, প্রাচীন বজ্রধারী ইন্দ্রের নিমিত্ত মুখদ্বারা অপূর্ণ স্তুতিগীর্ণ, স্তবদায়ক স্তোত্র রচনা করিয়াছি।

২। তিনি মেধাবী (অজিরাগণের) জন্ম জননীস্বরূপ স্বর্গ ও পৃথিবীকে সূর্য্যাদ্বারা প্রকাশিত করিয়াছেন এবং (তাঁহাদিগ কর্তৃক) সূর্য্যমান হইয়া পর্ষদকে চূর্ণ করিয়াছেন এবং ধ্যানপরায়ণ স্তোত্রবর্গ (অজিরাগণ) কর্তৃক বীরস্বার প্রার্থিত হইয়া ধেনুগণের বন্ধন মোচন করিয়াছেন ।

৩। বহুকর্মেয় অমুষ্ঠানকারী ইন্দ্র ধেনুগণের (উদ্ধারের) জন্ম জালপাত-পূর্ব্বক নিরস্তর হব্যপ্রদানকারী স্তোত্রবর্গ (অজিরাগণের) সহিত মিলিত হইয়া শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়াছেন । মিত্রভূত, মেধাবী (অজিরাগণের) সহিত মিত্রাভিনাষী ও দূরদর্শী হইয়া সেই পুরুন্দর দৃঢ় পুরী সকল ধ্বংস করিয়াছেন ।

৪। হে অভীষ্টপুরুষ, স্তুতিদ্বারা বন্দনীয় ইন্দ্র! তুমি প্রচুর অন্ন, প্রকৃষ্ট বল ও বহু বৎসবতী যুবতী বড়বাছারা ত্বদীয় স্তবকারীকে, মনুষ্যগণের মধ্যে সুখী করিবার নিমিত্ত তদভিমুখে আগমন কর ।

৫। অতীবতঃ তেজস্বী অরুণের অধিপতি তুরাষাট্ দক্ষিণ হইতে(১) বারিরাশিকে (বিস্তৃত করেন) এইরূপে বিস্তৃষ্ট বারিসমূহ সেই কোণ্ড-শূন্য গন্তব্য স্থানে (সমুদ্রে) প্রত্যাঘ ব্যাপ্ত হইয়া পতিত হয়, যাহা হইতে আর প্রত্যাবর্তন সম্ভব নহে ।

৩৩ সূক্ত ।

ইন্দ্র দেবতা । স্তনযোজ ঋষি ।

১। হে কামপুরুষ ইন্দ্র! তুমি আরাগিগকে বলবত্তম, আনন্দবিধায়ক, শোভন যজ্ঞকারী ও হব্যপ্রদানকারী একটী পুত্র প্রদান কর, যে পুত্র উৎকৃষ্ট অশ্বে আরুহ হইয়া সংগ্রামে উৎকৃষ্ট অরুণসমূহ ও প্রতিহুলাচারী শত্রুগণকে পরাজিত করিবে ।

(১) মূল “অপঃ দক্ষিণতঃ” আছে । গারুগ ইহার অর্থ করিয়াছেন সূর্য্যের দক্ষিণাংশের সময়ে বারিরাশি বিস্তৃত করেন । ভারতবর্ষে দক্ষিণাংশের সময়েই বর্ষা আরম্ভ হয় ।

২। হে ইন্দ্র ! বিবিধ বাকুশক্তিসম্পন্ন মহুয্যগণ যুদ্ধে রক্ষণার্থ তোমাকে আহ্বান করে। তুমি মেধাবী (অঙ্গিরাগণের) সহিত পশুগণকে সংহার করিয়াছ। উপাসক তোমাকর্তৃক রক্ষিত হইয়া অন্নলাভ করে।

৩। হে বীর ইন্দ্র ! তুমি কি দম্ভ্য, কি আর্ঘ্য, উভয়বিধ শত্রুই সংহার করিয়াছ। হে নেতৃশ্রেষ্ঠ ! (কাষ্ঠক্ষেদক) যেরূপ বৃক্ষ সকল (ক্ষেদন করে) তদ্রূপ তুমি সংগ্রামে শূনিকিণ্ড অস্ত্রসমূহদ্বারা শত্রুগণকে বিদারিত কর।

৪। হে ইন্দ্র ! তুমি সর্বত্র অপ্রতিহত গতি। তুমি অনিন্দ্য রক্ষাসহকারে আমাদিগের সমৃদ্ধি বিধানার্থ রক্ষক ও বন্ধু হও। আমরা কতিপয় পুরুষ সমন্বিত যুদ্ধে ব্যাপ্ত হইয়া ধনলাভার্থ তোমাকে আহ্বান করি।

৫। ফলতঃ হে ইন্দ্র ! তুমি সম্প্রতি এবং অন্য সময়ে আমাদিগের হইও। আমাদিগের অবস্থানসম্বন্ধে সুখপ্রদাতা হও। তুমি ঐশ্ব্য্যশালী, এইরূপে প্রত্যুষে তোমার স্তব ও উপাসনা করিয়া আমরা যেন তোমার প্রদত্ত সমুজ্জ্বল ও অসীম সুখে অবস্থান করি।

৩৪ সূক্ত ।

ইন্দ্র দেবতা । শুভস্বোত্র ঋষি ।

১। হে ইন্দ্র ! অসংখ্য স্তোত্র তোমাতে সঙ্গত হয়। তোমা হইতে স্তোত্রবর্গের পর্যাপ্ত প্রসংশা নির্গত হয়। পূর্বকালে ও ইদানীন্তন সময়ে ঋষিগণের স্তোত্র, উপাসনা ও মন্ত্র সকল ইন্দ্রের (পূজা বিষয়ে) পরস্পর স্পর্শ করে।

২। আমরা যেন সর্বদা সেই ইন্দ্রকে প্রসন্ন করি ; তিনি বহুলোকের বন্দনীয়, বহুলোককর্তৃক প্রবোধিত, মহানু, অদ্বিতীয় এবং যজমানগণ কর্তৃক সম্যকরূপে স্তুত হইবেন। আমরা যেন মহৎ বল (লাভ করিবার নিমিত্ত) রথের ন্যায় সেই ইন্দ্রের প্রতি অতুল্য হইয়া সর্বদা তাঁহার স্তব করি।

৩। সমৃদ্ধিবিধায়ক সমুদয় স্তোত্র সেই ইন্দ্রের অভিযুগে গমন করে।
কর্ম ও স্তুতি সকল তাঁহার কোমরপে অনিষ্ট উৎপাদন করে না, কারণ শত
সহস্র স্তবকারী স্তুতিভাজন সেই ইন্দ্রের স্তব করিয়া প্রীতি উৎপাদন করে।

৪। যাগদিনে স্তোত্রবৎ পূজা সহকারে (প্রদত্ত হইবার জন্য) ইন্দ্রের
নির্মিত মিশ্রিত সোমরস প্রস্তুত হইয়াছে। মকভূমিতে জল যে রূপে মনুষ্যকে
পোষণ করে, তদ্রূপ স্তোত্রসকল হব্যসহকারে তাঁহাকে বর্জিত করে।

৫। সর্বব্যাপী ইন্দ্র মহা সংগ্রামে আমাদেরিগের রক্ষক ও সমৃদ্ধি
বিধায়ক হইবেন বলিয়া স্তোত্রবর্ণ কর্তৃক এই স্তোত্র আগ্রহ সহকারে
ইন্দ্রের প্রতি উক্ত হইয়াছে।

৩৫ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। নয় ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! অশ্বদীয় স্তোত্র সকল কবে রণারূঢ় তোমার নিকট
উপস্থিত হইবে? কবে তুমি ত্বদীয় উপাসক আমাদের সহস্র পুরুষ পোষণ
করিবার (উপায়) প্রদান করিবে? কবে তুমি এই স্তবকারীর (আমার)
স্তোত্র ধনদ্বারা পূরিত করিবে? কবেই বা তুমি যজ্ঞীয় কার্য্য সকলকে
অমোৎপাদক করিবে?।

২। হে ইন্দ্র! কবে তুমি অশ্বদীয় পুরুষের সহিত শত্রুদিগের পুরুষ
ও অশ্বদীয় পুত্রগণের সহিত শত্রুগণের পুত্রদিগকে মিলিত করিবে? কবে
আমাদিগের জন্য যুদ্ধ জয় করিবে? কবে তুমি শত্রুহইতে (স্বীর দাধি মৃতরূপে
ত্রিবিধ খাদ্যোৎপাদিকা গার্ভী সকল জয় করিবে? হে ইন্দ্র! কবেই বা
তুমি আমাদেরিগকে বিজুত ধন প্রদান করিবে?।

৩। হে বলবতম ইন্দ্র! কবে তুমি তোমার স্তবকারীকে বিবিধ অন্ন
প্রদান করিবে? কবে তুমি আমাদেরিগে যাগ ও স্তোত্র সমর্পিত করিবে? কবেই
বা তুমি স্তোত্র সকলকে ধেনুগণের উৎপাদক করিবে?।

৪। হে ইন্দ্র! তুমি ত্বদীয় স্তবকারীকে ধেনুগণের উৎপাদক অশ্বগণ
দ্বারা প্রীতিবিধায়ক ও বলদ্বারা প্রসিদ্ধ অন্ন প্রদান কর। তুমি অন্নসকল ও

অনায়াসে দোহনযোগ্য গাভীসমূহকে পরিপুষ্ট কর এবং যাহাতে তৎ-
সমুদয় দীপ্তিসম্পন্ন হয়, তুমি তাহা বিধান কর।

৫। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের শত্রুকে অন্যরূপে (অর্থাৎ মৃত্যুপথে)
পরিচালিত কর। হে ইন্দ্র! তুমি শক্তিমান, বীর ও শত্রুনিহতা বলিয়া
আমরা তোমার স্তব করি। তুমি বিশুদ্ধ বস্ত্র প্রদানকারী, আমি তোমার
যেন স্তোত্র উচ্চারণে বিরত না হই। হে প্রাজ্ঞ ইন্দ্র! তুমি অগ্নিরাগণকে
অন্নদ্বারা শ্রীত কর।

৩৬ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। নয় ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! সোমপানজনিত ত্বদীয় হর্ষ যথার্থই সমস্ত লোকের
হিতকর। ত্রিভুবনস্থিত (ত্বদীয়) ধনসমূহ যথার্থই (সমস্ত লোকের হিতকর)।
তুমি যথার্থই অন্নদাতা; কারণ তুমি দেবগণের মধ্যে বল ধারণ কর।

২। যজমান বিশিষ্টরূপে এই ইন্দ্রের বলের পূজা করেন ও
বীরত্বের নিমিত্ত তাঁহারই উপর নির্ভর করেন এবং অবিচ্ছিন্ন শত্রু-
শ্রেণীর নিরোধকারী, হিংসাকারী ও আক্রমণকারী ইন্দ্র বৃত্ত সংহার
করিবেন বলিয়া তাঁহার পরিচর্যা করেন।

৩। সমবেত মকংগণ, বীরত্ব, বল ও রথে নিযুক্ত্যমান অশ্বগণ সেই ইন্দ্রের
পরিচর্যা করে। নদীসকল যে রূপ সমুদ্র মধ্যে প্রবিষ্ট হই, তদ্রূপ উপাসনারূপ
শক্তি সমন্বিত স্তুতি সকল বিশ্বব্যাপী সেই ইন্দ্রের সহিত সঙ্গত হয়।

৪। হে ইন্দ্র! আমরা তোমার স্তব করিতেছি, তুমি বহুলোকের আনন্দ-
জনক ও গৃহদায়ক ঐশ্বর্যের স্রোত প্রবাহিত কর। কারণ তুমি অখিল
লোকের অসুখম অধিপতি এবং সমস্ত জগতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর।

৫। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের সেবাভিলাষী হইয়া সূর্যের ন্যায়
আমাদের শত্রুগণের বিপুল ধন জয় কর। তুমি শীঘ্র অরণ যোগ্য
স্তোত্র সকল অরণ কর, তুমি বলসম্পন্ন, প্রতি যুগে সুর্য্যমাস ও হব্যরূপ
অন্নদ্বারা সম্যক্রূপে জ্ঞানমান হইয়া আমাদের নিকট বেরূপ ছিলে সেই
রূপই থাক।

৩৭ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। হে প্রচণ্ড বলশালী ইন্দ্র! তোমার রথনিযোজিত অশ্বগণ
আমাদিগের সম্মুখে ত্বদীয় বিশ্ববন্দনীয় রথ আনয়ন করুক, কারণ ত্বদেকাগ্র
চিত্ত স্তোভা (ভরদ্বাজ) তোমাকে আহ্বান করিতেছে। আদ্য যেন আমরা
তোমার সহিত উল্লাসিত হইয়া সমৃদ্ধি সম্পন্ন হই।

২। হরিভবর্ণ সোমরস আমাদিগের যজ্ঞে প্রবাহিত হইতেছে এবং
পুত্ৰ হইয়া সরলভাবে কলস মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। পুরাতন, দীপ্তিসম্পন্ন,
মত্ততাবিধায়ক সোমরসের অধীশ্বর ইন্দ্র যেন আমাদিগের এই সোমরস
পান করেন।

৩। সর্বত্র গমনশীল, সরলগতি, রথযোজিত অশ্বগণ বলশালী
ইন্দ্রকে দৃঢ়চক্র রথে করিয়া যেন আমাদিগের যজ্ঞে আনয়ন করে। অমৃত-
ময় সোমরস যেন বায়ুতে গুহক না হয়।

৪। নিরতিশয় বলশালী, বিবিধ মহৎকার্যের অনুষ্ঠানকারী ইন্দ্র
ধনসম্পন্নগণের মধ্যে এই (যজমানকে) দক্ষিণা প্রেরণ করেন। হে বজ্রধর!
তুমি তদ্বারা পাপ নাশ কর, হে শক্রবিজয়ী! তদ্বারা তুমি ধনরাশি ও স্তব-
কারী পুত্র সকলও প্রদান কর।

৫। ইন্দ্র স্থিতিশীল খাদ্য প্রদান করেন। সমধিক তেজঃসম্পন্ন ইন্দ্র
আমাদিগের স্তুতিদ্বারা বর্জিত হউন। শত্রু নিহন্তা ইন্দ্র বিশিষ্টরূপে রুত্র
সংহার করেন। উত্তেজক সেই ইন্দ্র ত্বরাণ্বিত হইয়া আমাদিগকে সেই সমস্ত
ধন প্রদান করেন।

৩৮ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। বিচিত্রভব সেই ইন্দ্র (আমাদিগের পানপাত্র) হইতে সোমরস
পানকরুন। তিনি যেন মহৎ ও সমুজ্জল আহ্বান স্বীকার করেন। বদান্ত ইন্দ্র
যেন বার্ষিক যজ্ঞমানের যজ্ঞে প্রশংসনীয় পরিচর্যা ও হব্য গ্রহণ করেন।

২। ইন্দ্র দূর দেশে অবস্থিত হইলেও ইন্দ্রের কর্ণে শব্দ উপস্থিত হইবে, (এই অভিপ্রায়) শব্দকারী উচ্চৈঃস্বরে স্তোত্র পাঠ করেন। ইন্দ্রের আহ্বান-রূপ এই স্তোত্র যেন স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া ইন্দ্রকে আমার অভিযুখে আনয়ন করে।

৩। তুমি প্রাচীন ও ক্ষয়রহিত, আমি উৎকৃষ্টতম স্তুতি ও হব্যদ্বারা তোমার স্তব করিতেছি। কারণ এই ইন্দ্রে হব্যরূপ অন্ন ও স্তোত্র সকল নিহিত থাকে, মহাস্তোত্র (তাহার উদ্দেশ্যে উচ্চারিত হইলে) বর্দ্ধিত হয়।

৪। যাঁহাকে যজ্ঞ ও সোমরস বর্দ্ধিত করে, যাঁহাকে হব্য, স্তুতি, উপাসনা ও পূজা বর্দ্ধিত করে, যাঁহাকে দিবা ও রাত্রির গতি বর্দ্ধিত করে, যাঁহাকে মাস, বৎসর ও দিন সকল বর্দ্ধিত করে।

৫। হে মেধাবী ইন্দ্র! তুমি এই রূপে প্রাক্তনভূত, সমৃদ্ধ, বলশালী ও প্রচণ্ড, আমরা যেন অদ্য ধন, কীর্তি, রক্ষা ও শত্রুবিনাশের জন্য তোমাকে প্রসন্ন করি।

৩৯ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। তরঙ্গাজ শিবি।

১। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের সেই সোমরস পান কর। ইহা মদ-কর, বিক্রান্ত, স্বর্গীয়, প্রাজ্ঞসম্মত, ফলোপধায়ক, সুপ্রসিদ্ধ ও সেবনীয়। হে দেব! তুমি আমাদের গোপ্রযুখ অন্ন প্রদান কর(১)।

২। এই ইন্দ্র পর্বত মধ্যে গুপ্তভাবে স্থাপিত গোগণের উদ্ধারার্থী হইয়া ষাণ্মাস্যকারী (অজিরাগণের) সহিত মিলিত ও তাহাদিগের

(১) যুগে “ইহঃ যুবঃ গুণতে গো অণাঃ” আছে। গুণতে গুণতা ভবতা ময়া গো অণাঃ গাবোহগে প্রযুখে ষাণ্মাস্য ভাদৃশা ইবোহমানি যুবঃ সঃষোজয়।” লায়ন। “Is this to be understood literally? and were cows in the time of the Vedas a principal article of food? Of course a Brahmin would interpret it metonymically, cows being put for their produce—milk and butter; Sáyana is silent, but there does not seem to be anything in the Veda that militates against the literal interpretation.”—Wilson.

সত্যভূত (স্তোত্র) দ্বারা উত্তেজিত হইয়া বলের চুভেদ্য পর্বত ভগ্ন ও গণি-
গণকে তর্জমদ্বারা অভিভূত করিয়াছিলেন।

৩। হে ইন্দ্র! এই সোম দীপ্তিরহিত রাত্রি, দিবস এবং বৎসর
সকলকে দীপ্ত করিয়াছে। পূর্বকালে দেবগণ এই সোমকে দিবসের কেতু-
রূপে সংস্থাপন করিয়া ছিলেন এবং এই সোম (নিজ দীপ্তি দ্বারা) উভা
সকলকে আলোকিত করিয়াছে।

৪। এই ইন্দ্র (সূর্য্যরূপে) দীপ্ত হইয়া দীপ্তিহীন (ভুবন সকল) প্রকা-
শিত করিয়াছেন এবং সর্বত্র গমনশীল দীপ্তি দ্বারা উভাসমূহের তমোনাশ
করেন। মনুষ্যগণের অভীষ্টপূরক এই ইন্দ্র স্তোত্র দ্বারা হুজ্যমান অশ্বগণ
দ্বারা আকৃষ্ট, ধন পূর্ণ রথে আরুঢ় হইয়া গমন করেন।

৫। হে প্রাচীন, দীপ্তিমান ইন্দ্র! তুমি সূর্য্যমান হইয়া ধনপ্রদান যোগ্য
শুবকারীকে প্রচুর অন্ন প্রদান কর। তুমি স্তোতাকে জল, ওষধি, বিষরহিত
রক্ষসমূহ, ধেনু, অশ্ব ও মনুষ্য প্রদান কর।

৪০ সূক্ত।

ইন্দ্র! দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তোমার মদবিধানার্থ যে সোম অভিযুত হইয়াছে, তাহা
তুমি পান কর। ত্বদীয় মিত্রভূত অশ্বদ্বয়কে সংযত কর। রথ হইতে তাহা-
দিগকে বিমুক্ত কর। স্তোত্রবর্গের মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া আমাদিগের কৃত
স্তোত্রোচ্চারণে যোগ দাও। শুবকারী যজমানকে অন্ন প্রদান কর।

২। হে মহেঙ্গ! তুমি উল্লাস ও বীরত্ব প্রকাশের নিমিত্ত জন্মগ্রহণ
মাত্রেই যে সোম পান করিয়াছিলে, সেই সোম পান কর। গোগণ,
ঋত্বিগর্গ, বারিরাশি ও পাবান সকলে তোমার পানার্থ এই সোম প্রস্তুত
করিতে সমবেত হয়।

৩। হে ইন্দ্র! আমি প্রত্যাশিত ও সোমরস অভিযুত হইয়াছি। বহন-
সমর্থ ত্বদীয় অশ্বগণ এই যজ্ঞে তোমাকে আনয়ন করুক। আমি ত্বদেবতা-
সকলকে

চিত্ত হইয়া তোমাকে আহ্বান করিতেছি। তুমি আমাদিগের মহাসমৃদ্ধির
নিমিত্ত আগমন কর।

৪। হে ইন্দ্র! তুমি বহুবীর সোমপানার্থ যজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছ,
অতএব তুমি সম্প্রতি সোম পানেন্দু মহৎ অন্তঃকরণের সহিত এই যজ্ঞে
আগমন কর। আমাদিগের এই সমস্ত স্তোত্র শ্রবণ কর। তুমীর দেহের
(পুষ্টি বিধানার্থ) যজমান যেন তোমাকে (সোমাত্মক) অন্ন প্রদান করে।

৫। হে ইন্দ্র! তুমি দূরস্থিত স্বর্গে বা অন্য কোন স্থানে, বা নিজ
গৃহে, অথবা যে কোন স্থানে অবস্থান কর, তুমি স্তুতিভাজন ও অশ্বগণের
অধিপতি, তুমি তথা হইতে মরুৎগণের সহিত প্রীত হইয়া আমাদিগকে রক্ষা
করিবার নিমিত্ত আমাদিগের যজ্ঞ রক্ষা কর।

৪১ স্তুত।

ইন্দ্র দেবতা। তরবাজ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তুমি কোথ বিদ্রিহত হইয়া আমাদিগের যজ্ঞে আগমন
কর, কারণ তোমার জন্য পবিত্র সোমরস অভিযুত হইয়াছে। হে বজ্রধর!
ধেমুগণ যেরূপ গোষ্ঠে গমন করে, তক্রূপ (সোমরস কলস মধ্যে প্রবিষ্ট হই-
তেছে)। অতএব হে ইন্দ্র! তুমি আগমন কর, তুমি যজ্ঞার্থ দেবগণের মধ্যে
প্রধান।

২। হে ইন্দ্র! তুমি মূনির্মিত ও সুবিস্তীর্ণ যে জিহ্বাদ্বারা নিরন্তর
সোমরস পান কর, সেই জিহ্বা দ্বারা অশ্বদীর সোমরস পান কর। ঋত্বিকু
(সোমরস গ্রহণ করিয়া) তোমার অগ্রে দণ্ডায়মান আছে। হে ইন্দ্র! শক্র-
সম্বন্ধীয় গোঁগণকে আত্মসাৎ করিতে অভিলাষী তুমীর বজ্র শক্রগণকে সংহার
করক।

৩। অতীত অতীতবর্ষা, বিভিন্ন মূর্ত্তি এই সোম অতীতবর্ষা ইন্দ্রের
নিমিত্ত সংস্কৃত হইয়াছে। হে অশ্বগণের অধিপতি, সকলের শাসনকারী
এতৎ বলসম্পন্ন ইন্দ্র! বহুকাল হইতে তুমি যাহার উপর প্রভুত্ব করিতেছ
এবং যাহা তোমার অয়রূপে কল্পিত হইয়াছে, তুমি সেই এই সোমরস
পান কর।

৪। হে ইন্দ্র ! অভিমুত সোম অনভিমুত সোম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ও বিচারক্ষম তোমার অধিকতর প্রীতিপ্রদ । হে শক্রবিজয়ী ইন্দ্র ! তুমি যজ্ঞসাধন এই সোমের সন্নিহিত হও এবং তদ্বারা নিজ সমস্ত শক্তি সম্পূর্ণ কর ।

৫। হে ইন্দ্র ! আমরা তোমাকে আহ্বান করিতেছি, তুমি আমাদের অভিমুখে আগমন কর । আমাদের এই সোম যেন তোমার দেহের নিমিত্ত পর্যাপ্ত হয় । হে শতক্রতু ! তুমি অভিমুত সোমরসদ্বারা উন্নীত হও, এবং সংগ্রামেও লোক সকল হইতে আমাদেরকে সর্বতোভাবে রক্ষা কর ।

৪২ সূক্ত ।

ইন্দ্র দেবতা । ঋষিঃ ঋষি ।

১। (হে ঋত্বিগ্গণ) ! তোমরা ইন্দ্রকে সোমরস অর্পণ কর, কারণ তিনি পিপাসু, সর্ববেত্তা, সর্বগামী, যজ্ঞে অধিষ্ঠানকারী, যজ্ঞের নায়কভূত ও সকলের অগ্রগামী ।

২। (হে ঋত্বিগ্গণ) ! তোমরা সোমরসের সহিত নিরতিশয় সোমপানকারী ইন্দ্রের নিকট উপস্থিত হও । অভিমুত সোমরসে (পরিপূর্ণ) পাত্র সহকারে বলশালী ইন্দ্রের সম্মুখীন হও ।

৩। (হে ঋত্বিগ্গণ) ! যৎকালে তোমরা অভিমুত দীপ্ত সোমরস সহকারে তাঁহার নিকট উপস্থিত হও, মেধাবী ইন্দ্র তোমাদিগের অভিপ্রায় জানিতে পারেন এবং শক্রসংহার পূর্বক তিনি তোমাদিগের সেই সেই মনোরথ পূর্ণ করেন ।

৪। হে ঋত্বিক ! তুমি এক মাত্র ইন্দ্রকেই (সোমরূপ) অগ্নের অভিমুত রস প্রদান কর এবং তিনি যেন সমস্ত জেতব্য উৎসাহান্বিত শত্রুর বেষ হইতে আমাদেরকে নিরন্তর রক্ষা করেন ।

৪৩ সূক্ত ।

ইন্দ্র দেবতা । ভরদ্বাজ ঋষি ।

১। হে ইন্দ্র ! যে সোমরস পানজনিত উল্লাসে তুমি দিবোদাসের নিমিত্ত শস্যরকে বশীভূত করিয়াছিলে, সেই সোমরস তোমার জন্য অভিযুক্ত হইয়াছে । অতএব তুমি ইহা পান কর ।

২। হে ইন্দ্র ! যখন সোমের মাদকরস (ঐত্ব্যে) মধ্যাহ্নে অথবা অন্তে (অর্থাৎ সায়ংকালীন পূজায়) অভিযুক্ত হয়, তখন তুমি ইহা ধারণ কর । সেই সোমরস তোমার জন্য অভিযুক্ত হইয়াছে । অতএব তুমি ইহা পান কর ।

৩। হে ইন্দ্র ! যে সোমের মাদকরস পান করিয়া তুমি পর্বত মধ্যে দৃঢ়ভাবে (বদ্ধ) গোগণকে মুক্ত করিয়াছিলে, সেই সোমরস তোমার জন্য অভিযুক্ত হইয়াছে । অতএব তুমি ইহা পান কর ।

৪। হে ইন্দ্র ! যে (সোমরূপ) অমের রসপানে উল্লাসিত হইয়া তুমি ঐন্দ্র বলধারণ করিতেছ, সেই এই সোমরস তোমার জন্য অভিযুক্ত হইয়াছে । অতএব তুমি ইহা পান কর ।

৪৪ সূক্ত ।

ইন্দ্র দেবতা । বৃহস্পতির অশত্য ঋগ্বে ঋষি ।

১। হে ধনসম্পন্ন, (সোমরূপ) অমের রক্ষাকারী ইন্দ্র ! যে সোম নিরতিশয় ধনশালী ও বাঁহা দীপ্ত (যশঃ) দ্বারা সমুজ্জ্বল, সেই সোম অভিযুক্ত হইয়া তোমাকে উল্লাসিত করিতেছে ।

২। হে বিপুল সুখশালী, (সোমরূপ) অমের রক্ষাকারী ইন্দ্র ! যে সোম তোমার প্রীতিপ্রদ ও ত্বদীয় স্তোতৃবর্গের ঐশ্বর্যবিধায়ক, সেই সোম অভিযুক্ত হইয়া তোমাকে উল্লাসিত করিতেছে ।

৩। হে (সোমরূপ) অমের রক্ষাকারী ইন্দ্র ! যে সোম পান করিয়া ঐন্দ্র বল হইয়া নিজ রক্ষাকারী (মহৎগণের) সহিত শত্রু সংহার কর, সেই সোম অভিযুক্ত হইয়া তোমাকে উল্লাসিত করিতেছে ।

৪। (হে যজ্ঞমানগণ) ! আমি তোমাদিগের জন্য সেই ইন্দ্রের স্তুত করিতেছি, যিনি (ভক্তগণের) অকুগ্রাহক, বলের অধিপতি, বিশ্ববিজয়ী, (যাগাদিক্রিয়ার) নায়কভূত, দাতৃশ্রেষ্ঠ ও সর্বদর্শী।

৫। আমাদিগের স্তুতি সকল ইন্দ্রের শত্রুধনাপহারক যে বল বর্দ্ধিত করিতেছে, দেব স্বর্গ ও দেবী পৃথিবী আগ্রহসহকারে ইন্দ্রের সেই বলের পরিচর্যা করেন।

৬। (হে স্তোতৃগণ) ! তোমাদিগের স্তোত্র ইন্দ্রের নিমিত্ত বিস্তার কর; কারণ মেধাবী ব্যক্তির ন্যায় হৃদীয় রক্ষা তাঁহার সহিত একত্র অবস্থিত বলিয়া প্রকটিত হয়।

৭। যে যজ্ঞমান (যাগাদিকার্য্যে) দক্ষ, ইন্দ্র তাঁহার বিষয় অবগত হন। মিত্রভূত, নবীনতর সোমপারী সেই ইন্দ্র স্তোতৃবর্গকে শ্রেষ্ঠ ধন প্রদান করেন। হব্যানভোজী সেই ইন্দ্র প্ররুদ্ধ ও (পৃথিবীর) কম্পন বিধায়ী (অশ্বগণের সহিত) স্তোতৃগণের রক্ষণেচ্ছায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগের রক্ষা বিধান করেন।

৮। যজ্ঞপথে সর্বদর্শী সোম গীত হইয়াছে। ঋত্বিজগণ সেই সোম ইন্দ্রের চিত্ত আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত প্রদর্শন করিতেছেন। শত্রুবিজয়ী বিপুল দেহধারী সেই ইন্দ্র যেন আমাদিগের স্তুত প্রসন্ন হইয়া আমাদিগের দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হন।

৯। হে ইন্দ্র ! তুমি আমাদিগকে নিরতিশয় দীপ্তিসম্পন্ন বলপ্রদান কর। হৃদীয় উপাসকগণের অসংখ্য শত্রু নিবারণ কর। নিজ বুদ্ধি-দ্বারা, আমাদিগকে প্রচুর অন্ন প্রদান কর। ধনভোগার্থ আমাদিগকে রক্ষা কর।

১০। হে ধনসম্পন্ন ইন্দ্র ! আমরা তোমারই জন্য হব্যদানে প্ররুদ্ধ হইয়াছি। হে অশ্বগণের অধিপতি ! তুমি আমাদিগের প্রতিকূল হইও না, মর্ত্যগণের মধ্যে আমরা তোমার ভিন্ন অন্য কোন বস্তু দেখিতে পাই না, হে ইন্দ্র ! নতুবা প্রাচীনগণ তোমাকে কি জন্য ধনদ এই সংজ্ঞা প্রদান করিবেন ?।

১১। হে অতীতবর্ষি ইন্দ্র ! তুমি আমাদিগকে কার্যবিঘাতক (রাক-
সাদি) গণের নিকট পরিভাগ করিও না, তুমি ধনসম্পন্ন, আমরা তোমার
বন্ধুত্বের উপর নির্ভর করিয়া যেন কোন বিঘ্ন না পাই। মানবগণের মধ্যে
নাশা বিঘ্ন তোমার উদ্দেশে উৎপাদিত হয়। তুমি অনভিব্যবকারিগণকে
সংহার কর এবং যাহারা হব্য প্রদানবিমুখ তাহাদিগকে উন্মূলিত কর।

১২। গর্জ্জনকারী (গর্জ্জনা) বৈরূপ মেঘ সকল উৎপাদিত করে, ইন্দ্র
সেইরূপ (স্তোত্রবর্গকে প্রদান করিবার নিমিত্ত) অশ্ব ও গোধন উৎপাদিত
করেন। হে ইন্দ্র ! তুমি স্তোত্রবর্গের প্রাচীন রক্ষক, ধনিগণ হব্য প্রদান না
করিয়া তোমার প্রতি যেন অযথাচরণ না করে।

১৩। হে ঋত্বিগ্গণ ! তোমরা এই মহেন্দ্রকে অভিষুত সোম অর্পণ
কর, কারণ তিনি সোমের অধিপতি। সেই ইন্দ্র স্তবকারী ঋষিগণের প্রাচীন
ও ইদানীন্তন স্তোত্রদ্বারা বর্জিত হইয়াছেন।

১৪। জ্ঞানসম্পন্ন ও অপ্রতিহত প্রভাব ইন্দ্র এই সোম পান করিয়া
উল্লাসিত হইয়া অসংখ্য প্রতিকূলচারী শত্রু বিনাশ করিয়াছেন। গোভন
হনুযুক্ত বীর ইন্দ্রের পান করিবার নিমিত্ত প্রচুর পরিমাণে সেই সুমধুর
সোম অর্পণ কর।

১৫। ইন্দ্র যেন এই অভিষুত সোম পান করেন এবং ইহা দ্বারা উল্লা-
সিত হইয়া বজ্রদ্বারা রক্ত সংহার করেন। গৃহদাতা, স্তোত্ররক্ষক ও যজমান-
পালক সেই ইন্দ্র যেন দূরদেশ হইতেও আমাদিগের যজ্ঞাভিমুখে আগমন
করেন।

১৬। ইন্দ্রের পানাহ ও প্রিয় এই সোমাত্মক অমৃত তাঁহা কর্তৃক এক্রপে
পীত হউক, যাহাতে তিনি উল্লাসিত হইয়া আমাদিগের প্রতি অমুগ্রহ করি-
বেন এবং অন্যদীয় শত্রুবর্গ ও পাপকে আমাদিগের নিকট হইতে দূরীভূত
করিবেন।

১৭। হে শৌর্য্যশালী মরুবা ! তুমি এই সোমপানে হৃষ্ট হইয়া আমা-
দিগের আত্মীয় ও অনাত্মীয় সমুদয় প্রতিকূলচারী শত্রুকে বিনাশ কর। হে
ইন্দ্র ! আমাদিগের সম্মুখীন অস্ত্র বিনোদনকারী শত্রু সৈন্যগণকে পরাভূত
ও উন্মূলিত কর।

১৮। হে ঋষবা! আমাদিগের এই সমস্ত সংগ্রামে অতুল ধন ঋষা-
দিগের সুরক্ষা প্য কর। অয়লাভ করিতে আমাদিগকে সমর্থ কর। হৃষ্টি,
পুত্র ও পৌত্রদ্বারা আমাদিগকে সমৃদ্ধ কর।

১৯। হে ইন্দ্র! ত্বদীয় অতীতবর্ষী, স্বেচ্ছাভুসারে রথে নিযুক্ত, অতীত-
পুরুষ রথের বহনকারী, বারিবর্ষক, রশ্মিদ্বারা (সংবৃত), ঋতগামী, অশ্বাদভি-
সুখবর্তী, নিত্য তকণ, বজ্রবাহক, শোভনরূপে যোজিত অশ্বগণ প্রচুর যনকর
সোম পানার্থ তোমাকে আনয়ন করক।

২০। হে অতীতবর্ষী ইন্দ্র! ত্বদীয় বারিবর্ষনকারী, তকণ অশ্বগণ জল-
সেচনকারী সমুদ্র তরঙ্গ সকলের ন্যায় উল্লাসিত হইয়া ত্বদীয় রথে যোজিত
রহিয়াছে। তুমি তকণ ও কাষবর্ষী। ঋতুকুণ পানার্থ তোমাকে পাবণদ্বারা
অভিবৃত্ত সোমরস অর্পণ করিতেছেন।

২১। হে ইন্দ্র! তুমি স্বর্গের সেচনকারী, পৃথিবীর বর্ষনকারী, নদী
সকলের পূরণকারী এবং একত্র সমবেত (স্বাবর জঙ্গমাত্মক ভূত নিচয়ের)
অতীতপুরুষ। হে অতীতপ্রদায়ক ইন্দ্র! তুমি শ্রেষ্ঠ সেচনকারী, তোমার
জন্য মধুর ন্যায় পেয় নৃমিষ্ট সোমরস হৃদ্বি পাইতেছে(১)।

২২। দীপ্তিমানু এই সোম মিত্রভূত ইন্দ্রের সহিত জন্ম পরিগ্রহ করিয়া
বলপূর্বক পণিকে স্তব করিয়াছিল। এই সোম গোত্রপ ধনাপহরণকারী
দেবকারীর মারা ও অস্ত্র সকল ন্যর্থ করিয়াছিল।

২৩। এই সোম উমা সকলের পতিস্বরূপ সূর্য্যকে শোভাসম্পন্ন করি-
য়াছে। এই সোম সূর্য্যমণ্ডলে দীপ্তি সংস্থাপন করিয়াছে। এই সোম
দীপ্তি সম্পন্ন ভুবনত্রয়ের মধ্যে স্বর্গে গুঢ়ভাবে অবস্থিত ত্রিবিধ অমৃত লাভ
করিয়াছে।

২৪। এই সোম স্বর্গ ও পৃথিবীকে স্বস্ব স্থানে সংস্থাপিত করিয়াছে।
এই সোম (সূর্য্যের) সপ্তরশ্মি রথ যোজিত করিয়াছে। এই সোম স্বেচ্ছাভু-
সারে ধেতুগণের মধ্যে পরিণত দুজের দশযন্ত্র উৎস(২) স্থাপন করিয়াছেন।

(১) ২০ ও ২১ ধকে ব্রহ্ম শব্দের অনুপ্রাস।

(২) দশযন্ত্র উৎসের অর্থ কি “Literally a well with ten machines.”—
Wilson, বোধ হয় বহুধারাবিশিষ্ট প্রস্তরবৎ। (A fountain with many jets)

৪৫ সূক্ত ।

ইন্দ্র প্রথম ৩০টি ঋকের দেবতা, রুহম্পতি অবশিষ্ট ৩টি ঋকের দেবতা ।

রুহম্পতি অপত্য শংসু ঋষি ।

১ । যিনি উৎকৃষ্ট নীতিদ্বারা তুর্বণ ও যত্নকে দূরদেশ হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন । সেই তরুণ ইন্দ্র যেন আমাদের গণের সখা হন ।

২ । যে ব্যক্তি ইন্দ্রের স্তব করে না, ইন্দ্র তাহাকেও অন্নপ্রদান করেন । তিনি মন্ত্রগতি অশ্বে (চারোহণপূর্বক) শত্রুগণের মধ্যে নিহিত ধনসকল জয় করেন ।

৩ । এই ইন্দ্রের নীতি সকল উৎকৃষ্ট ও মহৎ ; তদীয় স্তোত্রসকল নানা প্রকার এবং তাঁহার রক্ষার কখনও অপচয় হয় না ।

৪ । হে বজ্রগণ তোমরা মন্ত্রদ্বারা আহ্বানযোগ্য সেই ইন্দ্রের অর্চনা ও স্তোত্রোচ্চারণ কর । কারণ তিনিই বস্তুতঃ আমাদের গণকে প্রকৃষ্ট বুদ্ধি (প্রদান করেন) ।

৫ । হে রত্ননিহন্তা ইন্দ্র ! তুমি একজন বা দুইজন স্তবকারীর রক্ষক এবং তুমিই আমাদের গণের মত ব্যক্তিবর্গের রক্ষাকারী ।

৬ । হে ইন্দ্র ! তুমি (আমাদের গণের নিকট হইতে) বিদ্রোহকারিগণকে দূরীভূত কর এবং স্তবকারিগণের সমৃদ্ধি বিধান কর । হে ইন্দ্র ! তোমাকে শোভনপুত্রপৌত্রাদি প্রদানকারী বলিয়া মনুষ্যগণ স্তব করিয়া থাকে ।

৭ । আমি স্তোত্র সহকারে মিত্রভূত, অহান, মন্ত্রদ্বারা আহ্বানযোগ্য, স্তবাহ ইন্দ্রকে ধেকুর ন্যায় (অভীষ্ট) দোহন করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিতেছি ।

৮ । বীর্ষবান, ও শত্রুসৈন্যগণের পরাভবকারী ইন্দ্রের হস্তদ্বয়ে (দিয়া ও পার্শ্বিবে) এই উভয়বিধ ধন আছে বলিয়া (ঋষিগণ) নিরন্তর কীর্তন করেন ।

করিলে আরও ঠিক অর্থ হয় । গরুর বাঁট ওলি হইতে যে বহুধারার হৃৎ বাহির হয় তাহাকেই কি বহু বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে ? ।

৯। হে বজ্রধারী, যজ্ঞপতি! তুমি শত্রুগণের দৃঢ় (নগর সকল) নিমূল কর। হে সর্বোন্নত ইন্দ্র! তুমি শত্রুগণের মায়া সকলও উন্মিল কর।

১০। হে সত্যস্বভাব, সোমপায়ী, অমররুক ইন্দ্র! আমরা অম্মাভি-
লাষী হইয়া এইরূপ (ঔণসম্পন্ন) তোমাকেই আহ্বান করিতেছি।

১১। হে ইন্দ্র! তুমি পূর্বকালে আহ্বানযোগ্য ছিলে এবং সম্প্রতি
শত্রুগণের মধ্যে নিহিত ধনলাভার্থ আহূত হও, আমরা তোমাকে আহ্বান
করিতেছি। তুমি আমাদের আহ্বান শ্রবণ কর।

১২। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের শত্রু শ্রবণে প্রসন্ন হইলে তোমার
অমুগ্রহে ঘেন আমরা অশ্বগণদ্বারা শত্রুগণের অশ্বসমূহ, উৎকৃষ্ট অন্ন ও
পুত্ৰজন জয় করিতে সমর্থ হই।

১৩। হে বীর ও স্তুতিভাজন ইন্দ্র! ফলতঃ তুমি শত্রুগণের মধ্যে
নিহিত ধনলাভার্থ সংগ্রামে শত্রু জয় করিতে সমর্থ হইয়াছ।

১৪। হে শত্রুসংহারক ইন্দ্র! তোমার নিরতিশয় বেগসম্পন্ন গতি
আছে। তুমি সেই গতিদ্বারা (শত্রুজয়ার্থ) আমাদের রথ পরিচালিত
কর।

১৫। হে জয়শীল, রথিশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র! তুমি আমাদের শত্রুবিজয়ী রথ
দ্বারা শত্রুনিহিত ধন জয় কর।

১৬। যিনি সর্বদর্শী ও বর্ষণশীল, যিনি একক মানবগণের অধিপতি
রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই ইন্দ্রেরই স্তব কর।

১৭। হে ইন্দ্র! তুমি রক্ষাদ্বারা সুখদায়ক ও মিত্রভূত; আমরা স্তব
করিলে তুমি পূর্বকালে বজ্রভূত প্রকাশ করিয়াছ; সম্প্রতি আমাদের
সুখী কর।

১৮। হে বজ্রধর! তুমি রাক্ষস বধের জন্য নিজ হস্তদ্বয়ে বজ্রধারণ কর
এবং স্পর্ধাকারীদেরকে সর্বতোভাবে পরাজিত কর।

১৯। যিনি ধনদাতা, মিত্রভূত, স্তবকারিগণের উৎসাহদাতা ও যজ্ঞ-
দ্বারা আহ্বানযোগ্য, আমি সেই প্রাচীন ইন্দ্রের আহ্বান করিতেছি।

২০ । স্তুতিদ্বারা বন্দনীয়, অপ্রতিহত গতি, সেই একমাত্র ইন্দ্রই সমস্ত পার্থিব ধনের উপর একাধিপত্য করিতেছেন ।

২১ । হে গোসমূহের অধিপতি ! তুমি বড়বাগণের সহিত (আগমন পূর্বক) অন্ন, অসংখ্য অশ্ব ও ধেনুদ্বারা সর্বতোভাবে আমাদের গের মনোরথ পূর্ণ কর ।

২২ । (হে স্তোত্রবর্গ) ! ঘাস ঘেরূপে ধেনুর সুখকর হয়, সেই রূপ সোমরস অভিষৃত হইলে পর ইন্দ্রের সুখদায়ক স্তোত্র বহুলোকের বন্দনীয়, শত্রুবিজয়ী ইন্দ্রের নিকট তোমরা সমবেত হইয়া গান কর ।

২৩ । গৃহদাতা ইন্দ্র যখন আমাদের স্তোত্র শ্রবণ করেন, তখন তিনি ধেনুগণের সহিত অন্ন প্রদান করিতে বিরত করেন না ।

২৪ । দম্যগণের নিধনকারী ইন্দ্র, কুবিৎসের অসংখ্য ধেনুযুক্ত গোষ্ঠে গমন করেন এবং নিজ বুদ্ধিবলে আমাদের জন্য সেই (নিগৃহ) ধেনুরন্দকে প্রকাশিত করেন ।

২৫ । হে বিবিধকর্মের অনুষ্ঠানকারী ইন্দ্র ! গোজমনীগণ ঘেরূপ বৎসের অভিযুখে পুনঃপুনঃ গমন করে, তদ্রূপ আমাদের এই সমস্ত স্তুতি বারংবার ত্বদভিযুখে গমন করিতেছে ।

২৬ । হে ইন্দ্র ! ত্বদীয় বন্ধুত্বের বিনাশ নাই । হে বীর ! তুমি গোকাম ব্যক্তিকে গোদান কর এবং অশ্বকাম ব্যক্তিকে অশ্বদান কর ।

২৭ । হে ইন্দ্র ! তুমি মহাধনের জন্য প্রদত্ত সোমরস পান করিয়া নিজদেহ পরিতৃপ্ত কর । তুমি নিজ উপাসককে নিন্দাকারীর বশীভূত করিও না ।

২৮ । হে স্তুতিদ্বারা বন্দনীয় ইন্দ্র ! দুহবতী গাভীগণ ঘেরূপ বৎসের নিকট ধাবমান হয়, তদ্রূপ বারংবার সোমরস অভিষৃত হইলে আমাদের এই স্তুতি সকল দ্রুতবেগে ত্বদভিযুখে গমন করে ।

২৯ । যজ্ঞস্থলে ইব্যরূপ অন্নসহকারে প্রদত্ত অসংখ্য স্তবকারীর স্তোত্র যেন অসংখ্য শত্রুনিধনকারী তোমাকে বলশালী করে ।

৩০ । হে ইন্দ্র ! নিরুতিশয় উন্নতিবিধায়ক অমরীয় স্তোত্র যেন তোমার সন্নিহিত হয় । তুমি আমাদের মহাধন (লাভার্থ) প্রেরণ কর ।

৩১। গজার(১) উন্নত কুলের ন্যায় পণিগণের মধ্যে উচ্চস্থানে
বুবু(২) অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন।

৩২। আমি ধনার্থী; যিনি আমাকে বায়ুবেগে বদান্যতাপূর্বক সহস্র
সংখ্যক (ধেনু) সত্ত্বর প্রদান করিয়াছেন।

৩৩। অতএব আমরা সকলে স্তব করিয়া সহস্র (ধেনু) প্রদানকারী
ঐশ্বর্য ও সহস্রস্তোত্রভাজন সেই বুবুর নিরন্তর প্রশংসা করিতেছি।

৪৬ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। তরদাজ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! আমরা স্তবকারী, আমরা অম্লভার্য তোমাকে
আহ্বান করি। মানবগণ শত্রুজয়ার্থ এবং অশ্বসকুল সংগ্রামে তোমাকেই
আহ্বান করেন, কেন না তুমি সাধুগণের রক্ষাকারী।

২। হে বিচিত্র বজ্রপাণি বজ্রী! তুমি (সংগ্রামে) বিজয়ী পুরুষকে
যেদ্রুপ প্রচুর অন্ন প্রদান কর, তদ্রুপ তুমি আমাদিগের স্তবে (প্রসন্ন হইয়া)
আমাদিগকে যথেষ্ট গো ও রথ বহনপটু অশ্ব প্রদান কর; তুমি শত্রু
নিহতা ও পরাক্রমশালী।

৩। যিনি প্রবল শত্রুগণের নিধনকারী ও সর্বদর্শী, আমরা সেই ইন্দ্রকে
আহ্বান করিতেছি। হে সহস্রশেক, অতুল ধনসম্পন্ন, সংপালক ইন্দ্র!
তুমি রণস্থলে আমাদিগের সমৃদ্ধি বিধান কর।

(১) মূলে “উরুঃককঃ ন গাজ্যঃ” আছে। অর্থাৎ গজা সম্বন্ধীয় উন্নত কুল।
এখানে কি গজা নদীর উত্তর পাওয়া গেল, না এ শব্দটি সাধারণ নদীবচক, যেমন
বাজ্রদার আমরা “গাও” শব্দ ব্যবহার করি।

(২) “বুবুর্নাম পণীন্য উক্কা, সকালালম্ব ধনো তরদাজ শুদীয় দানমনেন
ভূচেনান্তোঃ” লায়ণ। শেষের তিনটি শব্দ বুবুর বদান্যতা সম্বন্ধীয় একটি দ্বিচ্ছ।
বুবুর সে বদান্যতার কথা ঋগ্বেদে (১০। ১০৭) ও নীতি যজুর্বেদে আছে।
সে গান্ধী এই বুবু একজন নিপুণ স্ত্রীধার ছিল এবং একদা বনে পথপ্রান্তে কুণ্ডার
তরদাজকে অনেক সাহায্য করিয়াছিল। এই বুবুর শিপ্পনৈপুণ্যের কথা হইতে ঋতু
গণের শিপ্পনৈপুণ্যের কথা ক্রিপে উপাধি হইল সে বিষয়ে ১। ২০। ১ শ্লোকের
সিদ্ধান্ত।

৪। হে ইন্দ্র ! ত্বকে যে প্রকার বর্ণিত আছে, তুমি সেই প্রকার রূপ সম্পন্ন। তুমি তুমুল সংগ্রামে রথভের ন্যায় নিরতিশয় ক্রোধ সহকারে আমাদিগের শত্রুগণকে আক্রমণ কর। যাহাতে আমরা সমৃদ্ধি, জল ও সূর্য্য সম্পর্শন (অর্থাৎ বহুকাল ভোগ করিতে পারি), তজ্জন্য তুমি রণস্থলে আমাদিগের রক্ষক হও।

৫। হে শোভন হৃদয়কৃত অদ্ভুত বজ্রপাণি ! তুমি যে অন্নদ্বারা এই স্বর্গ ও পৃথিবীকে পোষণ করিতেছ, আমাদিগের নিকট সেই প্রকৃষ্টতম, নিরতিশয় বলকর ও পুষ্টিকর অন্ন আনয়ন কর।

৬। হে দীপ্তিশালী ইন্দ্র ! তুমি আমাদিগকে রক্ষা করিবে বলিয়া তোমাকে আহ্বান করিতেছি; তুমি দেবগণের মধ্যে বলিষ্ঠতম ও শত্রু-বিজয়ী। হে গৃহদাতা ! তুমি অখিল রাক্ষসগণকে দূরীভূত কর এবং আমাদিগের শত্রুগণকে সূজেয় কর।

৭। হে ইন্দ্র ! মানবগণের মধ্যে যে কিছু বল ও ধন আছে এবং পঞ্চ ক্ষিতিতে(১) যে কিছু অন্ন আছে, অখিল সিংহৎ বনসহকারে তৎসমুদয় আমাদিগকে প্রদান কর।

৮। হে ঐশ্বর্য্যশালী ইন্দ্র ! শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ প্ররক্ত হইলে যাহাতে আমরা সংগ্রামে শত্রু সংহার করিতে পারি, তজ্জন্য তুমি আমাদিগকে তক্ষু ক্রাভ্য ও পুরু সম্বন্ধীয় সমগ্র বল প্রদান কর।

৯। হে ইন্দ্র ! হব্যরূপ ধনসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে ও আমাকে এরূপ একটী গৃহ প্রদান কর, যাহা ত্রিপ্রকার ও ত্রিনিবারীক(২) সমৃদ্ধ ও আচ্ছাদক এবং আমাদিগের নিকট হইতে দীপ্তিসম্পন্ন (শত্রু প্রেরিত আয়ুধ সকল) দূরীকৃত কর।

(১) মূলে “পঞ্চক্ষিতীনাং” আছে।

(২) মূলে “ত্রিধাতু” ও “ত্রিবরুণাং” আছে। “ত্রিধাতু” অর্থে সারণ “ত্রিকুম্বিকাং” করিয়াছেন। “As if the houses were constructed of more than one material, or wood, brick and stone.” লাববেদ (১। ২৩৬)। সারণ এই বিশেষণের অনেকগুলি অর্থ দিয়াছেন, কোনটাই সঙ্গত নহে। “ত্রিবরুণাং” অর্থে সারণ লীড, তাম্র ও ঐশ্ব্যুর নিবাসক করিয়াছেন।

১০। হে ঐশ্বর্যশালী ইন্দ্র! বাহারা আমাদিগের ধেনু সকল হরণ করিবার মানসে শক্রবৎ আমাদিগকে আক্রমণ করে, অথবা বাহারা দুষ্টতা-সহকারে আমাদিগের প্রতি উৎপীড়ন করে, তুমি আমাদিগের স্তবে (প্রদত্ত হইয়া) তাহাদিগের নিকট হইতে আমাদিগের দেহ রক্ষা করিবার জন্য আমাদিগের সমিহিত হও।

১১। হে ইন্দ্র! তুমি সম্প্রতি আমাদিগের সমৃদ্ধি বিধান অকুল হও। যৎকালে গন্ধবিশিষ্ট, তীক্ষ্ণাশ্র, দীপ্ত (শত্রুপক্ষীয়) বাণ সকল (৩) আকাশ হইতে পতিত হয়, তৎকালে যিনি আমাদিগের নেত্র, রণস্থলে তাঁহাকে তুমি রক্ষা করিও।

১২। যৎকালে বীরগণ (শত্রু সমক্ষে) নিজদেহ প্রদর্শন করে ও সুখদায়ক নৈতৃত্ব স্থান সকল (পরিভ্রমণ করে), তৎকালে তুমি আমাদিগের নিজের ও সম্ভ্রান্তিগণের দেহ রক্ষার নিমিত্ত অজ্ঞাতভাবে (কবচ) প্রদান করিও এবং শত্রুগণকে দূরীভূত করিও।

১৩। মহাশত্রুগণের উদ্যোগ হইলে, তুমি বিষম মার্গের উপর দিয়া আমাদিগের অশ্বগণকে, বুজিল প্রদেশগামী ক্রতগতি আমিষার্থী শ্যোন পক্ষীর ন্যায় প্রেরিত কর।

১৪। যদিও অশ্বগণ ভীতিবশতঃ উল্লেঃস্বরে রব করে, তথাপি নিম্ন-গামী নলীসমূহের ন্যায় সেই বেগগামী দৃঢ়সংযত অশ্বগণ আমিষার্থী পক্ষিগণের ন্যায় ধেনুলাভের নিমিত্ত (প্রাক্ত সংগ্রামে) পুনঃপুনঃ প্রধাবিত হয়(৪)।

(৩) "Feathered, sharp-pointed, shining shafts."—Wilson. ধনুর্কাণের উল্লেঃধ্বন্যের অনেক স্থলেই আছে।

(৪) যুদ্ধে অশ্বের যেরূপ ব্যবহার হইত এই ১৩ ও ১৪ শ্লোকে তাহার সুস্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায়।

৪৭ সূক্ত ।

এই সূক্তের দেবতা নানাবিধ । প্রথম ৫টি ঋকের দেবতা সোমরস । বিংশ ঋকের প্রথম পদের দেবতা দেবগণ, দ্বিতীয় পদের পৃথিবী, তৃতীয় পদের বৃহস্পতি এবং চতুর্থপদের ইন্দ্র । দ্বাবিংশ হইতে ৪টি ঋকের দেবতা স্তম্ভরপুত্র প্রত্যেক, কারণ এই ৪টি ঋক উহার দানের প্রশংসা করা হইয়াছে । ষড়বিংশ হইতে ৩টি ঋকের অর্থাৎ ত্রিচের দেবতা রথ । পরবর্তি ত্রিচের অর্থাৎ উনত্রিংশৎ ত্রিংশৎ ও একত্রিংশৎ ঋকের দেবতা হ্রদুতি । অবশিষ্ট ঋকের দেবতা ইন্দ্র । উরুধাজের অপত্য গর্গ ঋষি ।

১। এই অভিবৃত সোম স্রস্বাচ্ছ, মধুর, তীব্র ও সারবান্ । ইন্দ্র এই সোমরস পান করিলে কেহই রণস্থলে তাঁহাকে সহ করিতে সমর্থ হয় না ।

২। এই যজ্ঞে ঈদৃশ সোমরস পীত হইয়া নিরতিশয় হর্ষ বিধান করিয়াছিল । ইন্দ্র ইহা পান করিয়া রক্ত সংহারকালে দ্রষ্ট হইয়াছিলেন । ইহা শম্বরের অসংখ্য সৈন্য এবং একোণাশত পুরী নাশ করিয়াছিল ।

৩। এই সোম পীত হইয়া আমার বাক্যের ক্ষুধি বিধান করিতেছে । ইহা অভিনবিত বুদ্ধি প্রদান করিতেছে । এই স্রুজি সোম ছয়টি অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে(১) । ভূতজাত কেহই তাহা হইতে দূরে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না ।

৪। ফলতঃ এই সোমরসই পৃথিবীর বিস্তার ও স্বর্গের দৃঢ়তা বিধান করিয়াছে । এই সোমরসই এই তিন উৎকৃষ্ট আধারে রস স্থাপন করিয়াছে(২) এবং বিত্তীণ অন্তরীক্ষকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে ।

৫। নির্মল অন্তরীক্ষস্থিত উবার প্রারম্ভে এই সোমরসই বিচিত্র দর্শন সৌর জ্যোতি প্রকাশ করে । বারিবর্ষক, বলশালী এই সোমরসই মকংগণের সহিত সুদৃঢ় স্তম্ভদ্বারা স্বর্গলোক ধারণ করিয়া রাখিয়াছে ।

৬। হে বীর ইন্দ্র ! তুমি ধন লাভার্থ (আরক্ত) সংগ্রামে শক্রনিধনকারী । সাহসপূর্বক কলসস্থিত সোমরস পান কর । মাধ্যাহ্নিক ষাণে তুমি

(১) স্বর্গ, পৃথিবী, দিবা, রাত্রি, জল ও ওষধি । সায়ণ ।

(২) ওষধি, জল ও ধেনু । সায়ণ ।

প্রচুর পরিমাণে সোম পান কর। হে ধনস্পদ ! তুমি আমাদেরকে ধন প্রদান কর।

৭। হে ইন্দ্র ! তুমি (মার্গ রক্ষকের ন্যায়) অগ্রগামী হইয়া আমাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিও এবং আমাদের অভিমুখে প্রেরিত ধন আনয়ন কর। তুমি সমাক্রমে আমাদেরকে (দ্রুত হইতে) ও শত্রু হইতে পরিভ্রাণ কর এবং উৎকৃষ্ট নায়ক হইয়া আমাদের অভিলষিত ধনে লইয়া যাও।

৮। হে ইন্দ্র ! তুমি জ্ঞানবান, তুমি আমাদেরকে বিস্তীর্ণ লোকে এবং সুখময়, ভয়শূন্য আলোকে নির্বিশেষে লইয়া যাও (৩), তুমি প্রাচীন, আমরা যেন তোমার মনোজ্ঞ ও রহং বাহুবল্যের উপর রক্ষার নিমিত্ত নির্ভর করি।

৯। হে ধনাঢ্য ইন্দ্র ! তুমি আমাদেরকে নিজ পরাক্রমশালী অশ্ব-দ্বয়ের (পশ্চাৎ) সুবিস্তীর্ণ রথের উপর স্থাপন কর। বিবিধ অস্ত্রের মধ্য হইতে তুমি আমাদের জন্য প্রকৃষ্টতম অস্ত্র আনয়ন কর। হে মঘবা ! অন্য কোন ধনশালী ব্যক্তি যেন ধন বিষয়ে আমাদেরকে অতিক্রম না করে।

১০। হে ইন্দ্র ! তুমি আমাকে সুখী কর। মনীর জীবন রক্ষা করিতে প্রসন্ন হও। লৌহময় খড়্গ ধারণ ন্যায় (৪) মনীর বুদ্ধি সূতীকু কল্প। তোমাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত সম্প্রতি আমি যাহা কিছু উচ্চারণ করিতেছি তৎসমুদয় গ্রহণ কর। দেবগণ যেন আমাকে রক্ষা করেন।

১১। যিনি শত্রু হইতে রক্ষা করেন ও অভীষ্ট পূরণ করেন; যিনি অনায়াসে আহ্বানযোগ্য, শৌর্যশালী ও সর্বকাৰ্য্যে সমর্থ, আমি বহু লোকের বন্দনীয় সেই ইন্দ্রকে প্রত্যেক বাণে আহ্বান করি। ধনবান্ সেই ইন্দ্র যেন আমাদেরকে সমৃদ্ধি বিধান করেন।

১২। শোভন রক্ষাবিধানকারী, ধনশালী ইন্দ্র যেন রক্ষা দ্বারা আমাদের সুখবিধান করেন। সর্বজ্ঞ সেই ইন্দ্র যেন আমাদের শত্রুদিগকে বধ করিয়া আমাদের নিভয় করেন। আমরা যেন (তাহার প্রসাদে) নিরতিশয় বীৰ্য্যসম্পন্ন হই।

৩ (৩) অর্থাৎ স্বর্গ। নায়ক। "A blessed state of happiness, light and safety."—Wilson.

৪ (৪) মনে "অয়নঃ ন ধার্য্য" আছে।

১৩। আমরা যেমন সেই যাগার্থী ইন্দ্রের অনুগ্রহ, বুদ্ধি ও কল্যাণকর শ্রীতির পাত্র হই। সুরক্ষক ও ধনসম্পন্ন সেই ইন্দ্র যেমন বিদ্রোহকারিগণকে আমাদেরিগ হইতে বহুদূরে অন্তর্হিত করেন ।

১৪। হে ইন্দ্র ! স্তবকারীর স্তোত্র ও উপাসনা ও বিপুল ধন এবং প্রচুর অভিব্যুত সৌম্যরস নিম্নদেশপ্রবণ জলরাশির ন্যায় ত্বদভিমুখে প্রধাবিত হয় । হে বজ্রধর ! তুমি জল, দুগ্ধ ও সৌম্যরস সম্যকরূপে মিশ্রিত কর ।

১৫। কোন ব্যক্তি (প্রকৃতরূপে) ইন্দ্রের স্তব, শ্রীতিসাধন ও যাগ করিতে সমর্থ ? কারণ ধনশালী ইন্দ্র প্রতিদিন নিজ উগ্রশক্তি বিদিত হয়েন, কারণ মার্গগামী ব্যক্তি যেরূপ নিজ পাদদ্বয়েকে ক্রমাশয়ে অগ্রবর্তী ও পশ্চাদবর্তী করে, তদ্রূপ তিনি নিজ প্রজ্ঞাবলে প্রথম স্তোত্রাত্মকে পরবর্তী ও পরবর্তী স্তোত্রাত্মকে প্রথমে করেন ।

১৬। প্রবল শত্রুর দমন করিয়া এবং নিরন্তর স্তোত্রবার্গের স্থান পরিবর্তন করিয়া এই ইন্দ্র নিজ বীরত্বের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেন । উদ্ধত ব্যক্তিগণের দেহকারী, (স্বর্গীয় ও পার্থিব) উভয়বিধ ধনের অধিপতি এই ইন্দ্র নিজ পরিচারকবর্গকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ আহ্বান করেন ।

১৭। এই ইন্দ্র পূর্বতন প্রাণস্ত কন্মের অনুষ্ঠানকারীগণের সহিত মিত্রতা পরিত্যাগ করেন এবং তাহাদিগের প্রতি দেহ করিয়া তদপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত বন্ধুতা করেন । অথবা ত্বদীয় উপসনা বর্জিত ব্যক্তিগণকে পরিত্যাগপূর্বক পরিচর্যাকারিগণের সহিত বহুবৎসর যাবৎ একত্র অবস্থিতি করেন ।

১৮। সমস্ত দেবগণের প্রতিনিধিত্ব এই ইন্দ্র বিবিধ মূর্তি ধারণ করেন এবং সেই সেই রূপ পরিগ্রহ করিয়া তিনি পৃথকভাবে প্রকাশিত হয়েন । তিনি মায়াদ্বারা বিবিধরূপ ধারণ করিয়া যজমানগণের নিকট উপস্থিত হয়েন । কারণ তাঁহার রথ সশস্ত্র অশ্ব যোজিত আছে ।

১৯। ত্বচ্চাঁ(৫) রথে অশ্বদ্বয় যোজিত করিয়া ত্রিভুবনের বহুস্থানে প্রকাশিত হয়েন । অন্য কোন ব্যক্তি প্রত্যহ উপস্থিত স্তোত্রবার্গের মধ্যে গমনপূর্বক শত্রুগণ হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করে ? ।

২০। হে দেবগণ! আমরা ভ্রমণ করিতে করিতে গোমগ্ধার রহিত দেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। সুবীক্ষণ ধরিত্রী দম্যগণের আশ্রয় প্রদান করিতেছে। হে বৃহস্পতি! তুমি ধেমুগণের অনুসন্ধান বিষয়ে আমাদিগকে পরিচালিত কর। হে ইন্দ্র! এইরূপে পথভ্রষ্ট ত্বদীয় উপাসককে তুমি পথ প্রদর্শন কর(৬)।

২১। ইন্দ্র (অন্তরীক্শিত) গৃহ হইতে (স্বর্ধারূপে) আবির্ভূত হইয়া দিবাসের অপরাহ্ন প্রকাশিত করিবার নিমিত্ত প্রত্যহ তুল্যরূপে কৃষ্ণবর্ণ (রাত্রিসকল) দূর করেন। বর্ষণকারী সেই ইন্দ্র উদত্তজ (নামক দেশে) বর্জ ও শস্যর নামক দুই ধর্মার্থী দাসকে সংহার করিয়াছেন(৭)।

২২। হে ইন্দ্র! প্রত্যেক ত্বদীয় শুভকারী (আমাকে) সুবর্ণপূর্ণ দশটী কোশ ও দশটী অশ্ব প্রদান করিয়াছেন এবং অতিথিগ্ন শংবরকে জয় করিয়া যে ধন লাভ করিয়াছিলেন, আমরা দিবোদাসের নিকট হইতে সেই ধন গ্রহণ করিয়াছি।

২৩। আমি দিবোদাসের নিকট হইতে দশটী অশ্ব, দশটী সুবর্ণ কোশ পরিচ্ছদ, প্রচুর অন্ন এবং দশটী হিরণ্যপিণ্ড লাভ করিয়াছি।

২৪। অশ্বখ (মদীয় ভ্রাতা) পায়ুকে অশ্বগণের সহিত দশখানি রথ এবং অথর্ব গোত্র ঋষিগণকে একশত গো প্রদান করিয়াছেন।

২৫। সকল লোকের হিতের জন্য যে ভরদ্বাজপুত্র সকল ঈদৃশ অতুল ঐশ্বর্য গ্রহণ করিয়াছিলেন সঞ্জয়পুত্র তাঁহানিকে পূজা করিয়াছিলেন।

২৬। হে বনস্পতি (নির্মিত রথ)! তোমার ব্যবসায় সকল দৃঢ় হউক, তুমি আমাদিগের বন্ধু ও রক্ষক হও, তুমি প্রকৃষ্টবীরগণ কর্তৃক যুক্ত হও। তুমি গোদ্বারা সমরু(৮) তুমি আমাদিগকে সূদৃঢ় কর তোমার উপর আরুঢ়-রথী যেন অনার্যানে শত্রু জয় করিতে সমর্থ হয়।

(৬) কথিত আছে যে গর্গ পণ্ডিত হইয়া ইন্দ্র ও বৃহস্পতিকে এইরূপে স্তুতি করিতেছেন। কিন্তু এসকল উপাখ্যান কথা পরের কল্পিত। আর্যগণ নিজ গো-সকল কর্ত্তি প্রদেশের সীমা অতিক্রম করিয়া অনার্য, আদিমবাসীগণের অরণ্য প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছেন, তাহাই ঋকের মূল অর্থ।

(৭) এই উদত্তদেশ কোথায় তাহার কিছুনিদর্শন পাওয়া যায় না।

(৮) ইহার অর্থ রথযোদ্ধার আহুট এইরূপ হইতে পারে কিন্তু সায়ণ এই ঋকে ও পরের ঋকে ষোড়শ গোচর্য করিয়াছেন। অর্থাৎ রথ গোচর্য দ্বারা আশ্রিত।

২৭। (হে ঋত্বিগ্গণ) ! তোমরা হব্যদ্বারা রথের যজ্ঞ কর, (কারণ) এই রথ স্বর্গ ও পৃথিবীর সারাংশদ্বারা সজ্জিত, বনস্পতির ছিরাংশদ্বারা ঘটিত, জলের বেগের ন্যায় বেগযুক্ত, স্নোদ্বারা আবৃত এবং বজ্রভূত ।

২৮। হে দিব্যরথ ! তুমি আমাদের যোগে প্রসন্ন হইয়া হব্য গ্রহণ কর, কারণ তুমি ইন্দ্রের বজ্রস্বরূপ, শক্রগণের পুরোবর্তী, মিত্রের গর্ভভূত, ও বরুণের নাতিস্বরূপ ।

২৯। হে দুন্দুভি(৯) ! তুমি নিজ শব্দদ্বারা স্বর্গ ও পৃথিবী পরিপূর্ণ কর, স্বাবরুণ অঙ্গম উভয়বিধ প্রাণিজাত ইহা অবগত হউক । তুমি ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণের সহিত সমবেত হইয়া অশ্বদ্বার শক্রগণকে সূদূরে প্রেরণ কর ।

৩০। হে দুন্দুভি ! তুমি আমাদের শত্রুগণকে রোদন করাত । তুমি আমাদের বল প্রদান কর । তুমি দুর্জয় শত্রুগণের পীড়া বিধানপূর্বক উচ্চরব কর । হে দুন্দুভি ! আমাদের অনিষ্ট করিয়া যাহা আনন্দিত হয় তুমি তাহাদিগকে দূরীভূত কর । তুমি ইন্দ্রের মুক্তিস্বরূপ অতএব আমাদের দূঢ়তা প্রদান কর ।

৩১। হে ইন্দ্র ! আমাদের এই সমস্ত যুদ্ধকে প্রতিমিত্র করিয়া আমাদের নিকট প্রত্যানয়ন কর । দুন্দুভি সকল ব্যক্তির নিকট ঘোষণা করিবার নিমিত্ত নিয়ত উচ্চরব করিতেছে । আমাদের নায়কগণ অশ্ব-রোহণ-পূর্বক সমবেত হইয়াছে । হে ইন্দ্র ! আমাদের রথাক্রম সৈন্যগণ যেন যুদ্ধে জয়লাভ করে(১০) ।

(৯) শেষ তিনটি ঋকে যুদ্ধ রথের ভূতি হইল, এক্ষণে তিনটি ঋকে যুদ্ধ দুন্দুভির ভূতি হইতেছে ।

(১০) যুদ্ধের আয়োজন সমস্ত প্রস্তুত ; যুদ্ধের প্রাক্কালে ইন্দ্রের সাহায্য প্রার্থনা করা হইতেছে ।

অষ্টম অধ্যায়।

৪৮ সূক্ত।

প্রথম দশটি ঋকের দেবতা অগ্নি। একাদশ হইতে পঁচাচী ঋকের দেবতা যজ্ঞংগণ।
ষোড়শ হইতে চারিটি ঋকের দেবতা পুষ্ণ। বিংশ ও একবিংশ ঋকের দেবতা
পুষ্ণি। দ্বাবিংশ ঋকের দেবতা পুষ্ণি অথবা গর্গ ও পৃথিবী। বৃহস্পতির
পুত্র শংযু ঋষি।

১। (হে শোভুবর্গ) ! তোমরা প্রতি যজ্ঞে পুনঃপুনঃ শোভাঘারা
শক্তিমানু অগ্নির (স্তব কর)। আমরা সেই অমর সর্বদর্শী, বজ্রুর ন্যায়
অমুকুল দেব অগ্নির প্রশংসা করিতেছি।

২। আমরা শক্তিপুস্ত্রের (প্রশংসা করিতেছি), কারণ তিনি প্রকৃত
পক্ষে আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন। হব্যবহনকারী সেই অগ্নিকে আমরা হব্য
প্রদান করি। তিনি যেন সংগ্রামে আমাদিগের রক্ষক ও সমৃদ্ধিবিধায়ক
হন; তিনি যেন আমাদিগের পুস্ত্রগণকে রক্ষা করেন।

৩। হে অগ্নি! তুমি অভীষ্টবর্ষী, জরা রহিত ও মহামু; তুমি সমধিক
দীপ্তিসহকারে প্রকাশ পাইতেছ। হে প্রদীপ্ত অগ্নি! তুমি অবিচ্ছিন্ন ভার
সহিত বিরাজ করিতেছ। তুমি মনোজ্ঞ দীপ্তিসহকারে প্রজ্জ্বলিত হও।

৪। হে অগ্নি! তুমি মহৎ দেবগণের যাগ কর; (অতএব) আমা-
দিগের যজ্ঞে নিরন্তর দেবগণের যাগ কর। তুমি আমাদিগের রক্ষার নিমিত্ত
নিজ বুদ্ধি ও কার্যদ্বারা দেবগণকে আমাদিগের অভিযুখে আনয়ন কর।
তুমি তাঁহাদিগকে হব্যরূপে অন্ন প্রদান কর এবং স্বয়ং ইহা স্বীকার কর।

৫। তুমি যজ্ঞের গর্ভভূত; তোমাকে বসন্তীবরী (অর্থাৎ সোমমিগ্র-
নার্থ জল), অভিষব পায়ণ ও অরুণি কঠ পোষণ করে। তুমি ঋত্বিগ্গণ
কর্তৃক বলপূর্বক মথিত হইয়া পৃথিবীর অভ্যন্তর স্থানে (অর্থাৎ দেবযজ্ঞ
দেশে) প্রাচুর্ভূত হও।

৬। যে অগ্নি দীপ্তিদ্বারা স্বর্ণ ও পৃথিবীকে পূর্ণ করেন, যিনি ধূম সহ-
কারে অন্তরীক্ষে উদ্ভিত হইলেন, দীপ্তিমান্ন অভীষ্টবর্ষী সেই অগ্নি অন্ধকার
রাত্রিতে তমোনাশ করিতে দৃষ্ট হন। দীপ্তিমান্ন সেই অভীষ্টবর্ষী অন্ধকার
রাত্রি সকলের উপর অধিষ্ঠান করেন।

৭। হে দেব, (দেবগণের মধ্যে) কনিষ্ঠ, প্রদীপ্ত অগ্নি! তুমি
(মদীয় জাতা) ভরদ্বাজ কর্তৃক সম্বুদ্ধিত হইয়া আমাদেরকে ধন প্রদান-
পূর্বক নির্মল ও প্রবল দীপ্তিসহকারে প্রজ্জ্বলিত হও। হে প্রদীপ্ত অগ্নি!
তুমি প্রজ্জ্বলিত হও।

৮। হে অগ্নি! তুমি সমস্ত মনুষ্য লোকের গৃহপতি। হে বরুণতম
অগ্নি! আমি তোমাকে শত হেমন্ত প্রজ্জ্বলিত করিতেছি(১), তুমি
আমাকে শত সংখ্যক রক্ষাদ্বারা পাপ হইতে রক্ষা কর। যাহারা ত্বদীয়
স্তোত্রবর্ণকে ধন প্রদান করে, তাহাদিগকেও রক্ষা কর।

৯। হে গৃহদাতা, বিচিত্র অগ্নি! তুমি আমাদের নিকট রক্ষাসহকারে
ধন প্রেরণ কর, কারণ তুমি এই সমস্ত ধনের প্রেরক। তুমি শীঘ্র আমা-
দিগের সম্ভোগকে সুপ্রতিষ্ঠিত কর।

১০। হে অগ্নি! তুমি সমবেত ও হিংসারহিত রক্ষাদ্বারা আমাদি-
গের পুত্র ও পৌত্রকে পালন কর। তুমি আমাদের নিকট হইতে দেবগণের
কোপ ও মানবগণের বিদ্বেষ বিদূরিত কর।

১১। হে বন্ধুগণ! তোমরা নবীনতর স্তোত্র সহকারে দুগ্ধবতী
ধেনুর নিকট আগমন কর এবং তৎপরে তাহাকে এক্রূপে বিমুক্ত কর,
যাহাতে তাহার কোনরূপ হানি না হয়(২)।

১২। যিনি সহিষ্ণু, স্বাধীনভেজা মকংগণকে অমরণ হেতু (পয়ো-
রূপ) অন্ন প্রদান করেন, যিনি বেগগামী মকংগণের সুখসাধনে তৎপর,
যিনি বৃষ্টি জলের সহিত সুখবর্ষণ করিয়া অন্তরীক পথে পরিভ্রমণ করেন।

(১) মনুষ্যের পরমাত্মার নীমা একশত বৎসর।

(২) মরুদৈবভ্যস্তাৎ মরুতাং যাগায় পয়ো দোদ্ধুমিতি শেষঃ। অথবা
মরুতাং দাতা প্রদাতা যাহ্যমিকা বাঞ্ছনুঃ। সায়ণ।

১৩। হে মকংগন ! তোমরা ভরদ্বাজের নিমিত্ত বিশ্বের দুক্ষদাত্রী
যেহুও সকল ব্যক্তির ভোগপর্যাপ্ত অন্ন, এই দুইটী মুখ দোহন কর ।

১৪। হে মকংগন ! তোমরা ইন্দ্রের মহৎ কর্মের অনুষ্ঠানকারী,
বকণের ন্যায় বুদ্ধিমান, অর্থ্যমার ন্যায় এবং স্তুতিভাজন, বিষ্ণুর ন্যায় দান-
শীল ; আমি ধন প্রদানার্থ তোমাদিগের স্তব করিতেছি ।

১৫। যাহাতে মকংগন শত সহস্র প্রকার ধন এক কালে আমাদিগকে
প্রদান করেন, তজ্জন্য আমি সম্প্রতি উচ্চরবকারী, অপ্রতিহত প্রভাব
ও পুষ্টিদায়ক মকংগনের দীপ্তবলের স্তব করিতেছি । সেই মকংগন
যেন আমাদিগের নিকট গুঢ় ধন প্রকাশিত করেন ও সমস্ত ধন সুলভ
করেন ।

১৬। হে পুষা ! তুমি সত্ত্বর আমার নিকট আগমন কর । হে
দীপ্তিমানু দেব ! তুমি ভীষণ আক্রমণকারী শক্রগণের পীড়া বিধান কর ।
আমিও তোমার কর্ণ সমীপে উপস্থিত হইয়া তদীয় গুণ গান করি ।

১৭। হে পুষা ! তুমি কাকগণের আশ্রয়ভূত বনম্পত্যিকে উন্মূলিত
করিও না (৩) । মদীয় নিন্দাকারীগণকে সর্বতোভাবে নষ্ট কর । (ব্যাধগন)
যে রূপ পক্ষিগণের (বন্ধনার্থ) জাল বিস্তীর্ণ করে, তক্রূপ শক্রগণ যেন
কোনরূপে আমাকে বন্ধন করিতে না পারে ।

১৮। হে পুষা ! দধিপূর্ণ, হিঙ্গ্র রহিত দুতির ন্যায় (৪) ত্বদীয়
বন্ধুতা যেন সর্বদা অবিক্লিষ্টভাবে অবস্থান করে ।

১৯। হে পুষা ! তুমি মর্ত্যগণকে অতিক্রম করিয়া অবস্থান করিতেছ ।
তুমি সম্প্রতি বিষয়ে দেবগণের সমকক্ষ । অতএব তুমি সংগ্রামে আমা-
দিগের প্রতি অহুতুল দৃষ্টি রাখিও । তুমি পূর্বকালে মানুবগণকে যে রূপ
রক্ষা করিয়াছিলে, সম্প্রতি আমাদিগকে সেইরূপ রক্ষা কর ।

(৩) ঋষিঃ পুত্রপৌত্রসহিতমাত্মনং বহুপক্যাশ্রয় বনম্পতিয়েন রূপয়ন্তু
তল্যামুদার মাশাশ্বে । সায়ণ ।

(৪) অর্থাৎ দধি রাখিবার জন্য চর্ম্মাশ্রয় । সে কালে চর্ম্মাশ্রয়ের অনেক
ব্যবহার ছিল, সোম, জুহা বা দধি তাহাতে ছাপিত হইতে ঋগ্বেদের অনেক স্থানে
তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় ।

২০। হে কল্মাশিধারী, সম্যকরূপে স্তুতিভাজন মকংগণ। তোমাদিগের যে প্রশস্ত বানী কি দেব, কি যজমান উভয়েরই বাঞ্ছিত ধন প্রদান করে, তোমাদিগের সেই সদয় ও অনুত বানী আমাদিগের পথ প্রদর্শক হউক।

২১। যে মকংগণের কার্যাসকল দীপ্তিমান, সূর্যের জ্যোতঃ সহসা অন্তরীক্ষে ব্যাপ্ত হয়, সেই মকংগণ দীপ্ত, শক্রবিজয়ী, পূজনীয়, শক্রনাশক বল ধারণ করেন। সে শক্রনাশক বল সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত।

২২। একবার মাত্র স্বর্গ উৎপন্ন হইয়াছে; একবার মাত্র পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে(১); একবার মাত্র পৃথিবীর দুষ্ক দোহন করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত তৎসদৃশ আর উৎপাদিত হয় নাই।

৪৯ সূক্ত।

বিষদেবগণ দেবতা। ভরদ্বাজের অপত্য ঋজিশা ঋষি।

১। আমি নবীনতর স্তোত্রদ্বারা দেবসমূহ ও স্তোতৃবর্গের মুখাভিলাষী মিত্র ও বন্ধনের স্তব করিতেছি। নিরতিশয় বলশালী মিত্র, বন্ধন ও অগ্নি যেন এই যজ্ঞে আগমন করেন এবং আমাদিগের স্তোত্র অবগণ করেন।

২। যে অগ্নি প্রত্যেক ব্যক্তির যজ্ঞে পূজার্ত; যিনি কার্যের অন্তর্ধান করিয়া দর্প করেন না; যিনি (স্বর্গ ও পৃথিবী রূপ) দুই যুবতী কন্যার স্বামী; যিনি স্তবকারীর পুত্রভূত, শক্তিপুত্র ও যজ্ঞের প্রদীপ্ত কেতুস্বরূপ, আমি সেই অগ্নির যাগ করিবার নিমিত্ত (যজমানকে উত্তেজিত করিতেছি)।

৩। দীপ্তিমান সূর্যের বিভিন্নরূপা দুইটী কন্যা (দিবা ও রাত্রি)। তদ্বাচ্যে একটী নকত্রসমূহ ও অন্যটী সূর্য্যদ্বারা সমুজ্জ্বল। পরস্পর বিরোধী, পৃথগ্ভাবে সংরক্ষণশীল, পবিত্রতাবিধায়ক ও আমাদিগের স্তুতিভাজন এই উভয়েরই যেন আমাদিগের স্তোত্র অবগণ করিয়া প্রসন্ন হন।

৪। আমাদিগের মহতী স্তুতি যেন মহা ধনসম্পন্ন, অখিল লোকের বন্ধনীয়, রথ পুরণকারী বায়ুর অভিযুগে উপস্থিত হয়। হে সম্যক বাণীহ

(১) তিস্রং কল্প ও তিস্রং স্রষ্ট্রি লব্ধে পৌরাণিক কথা ধর্মবৈদের লবন কপিত হয় নাই।

304



সমৃদ্ধ হইয়া এবং সমুদ্রম্যান রশ্মি সকলের (১) ন্যায় ব্যাপ্ত হইয়া, (রক্ষিবার!) বিরল পাদপ বনসমূহের ভূমিসাধন কর ।

১২। পশুপালক যেরূপ গোযুগ্মকে (শীত্রে পরিচালিত করে), তদ্রূপ পরাক্রান্ত, বলশালী ও ক্রতগামী মরুৎগণের নিকট শীত্রে শ্তোত্র প্রেরণ কর । অন্তরীক যেরূপ নক্ষত্র মণ্ডলদ্বারা সংশ্লিষ্ট হয়, তদ্রূপ সেই মরুৎগণ মেধাবী শ্তোত্রের সুশ্রাব্য শ্তোত্রদ্বারা নিজ দেহাবচ্ছেদে সংশ্লিষ্ট হউন ।

১৩। যে বিষ্ণু উপকৃত মনুর নিমিত্ত ত্রিপাদ বিক্রমদ্বারা পার্শ্বিক পরিমাণ করিয়াছিলেন, সেই তোমাকর্তৃক প্রদত্ত গৃহে অবস্থানপূর্বক আমরা যেন ধন, দেহ ও পুত্রদ্বারা আনন্দ অনুভব করি ।

১৪। আমাদিগের মন্ত্রদ্বারা সূর্যম্যান অহির্বিদ্যা, পরিত(২) ও সবিতা যেন আমাদিগকে বারিসহকারে অন্ন প্রদান করেন । দানশীল বিশ্বদেবগণ যেন আমাদিগকে ওষধীসহকারে সেই অন্ন প্রদান করেন । সুরুদ্ধি দেব ভগ যেন ধন্যার্থ আমাদিগকে প্রেরণ করেন ।

১৫। হে বিশ্বদেবগণ! তোমরা আমাদিগকে রথযুক্ত, অসংখ্য অশ্বচর সমেত বহুপুত্র সমন্বিত বজ্রের সাধনভূত ধন ও অক্ষয় গৃহ প্রদান কর, যদ্বারা আমরা স্পর্দ্ধা করিয়া শত্রুগণ ও অদেব সৈন্যাদিগকে পরাজিত করিব এবং দেবভক্ত লোকদিগকে আশ্রয় প্রদান করিতে সমর্থ হইব ।

৫০ হুক্ত ।

নামা দেবতা । ঋজিখা ঋষি ।

১। হে দেবগণ! আমি সুরথের নিমিত্ত শ্তোত্রসহকারে অদিতি, বরুণ, মিত্র, অগ্নি, শক্রনিধনকারী ও সেবনীয় অর্য্যামা, সবিতা, ভগ এবং সমুদ্র রক্ষাকারী দেবগণকে আহ্বান করিতেছি ।

(১) মূল “নক্ষত্রোহস্ত্রিষং” আছে। “অজিগসে গমন শীলা রশ্ময়ঃ। ... যদা ঋষয় এবাজিগসঃ।” লারল ।

(২) অহির্বিদ্যা লঘুক্ষে ২। ৩১। ৬ ঋকের দীকা দেখ । পরিত লঘুক্ষে ১। ১২২। ৩ ঋকের দীকা দেখ ।

২ । হে দীপ্তিসম্পন্ন সূর্য্য ! তুমি দক্ষ হইতে সমুত্ত শোভন দীপ্তিশালী দেবগণকে আমাদিগের প্রতি অনুকূল করিও । দ্বিজগা (অর্থাৎ উভয় স্বর্গ ও পৃথিবীতে প্রাদুর্ভূত) দেবগণ যাগশ্রিয়, সত্যবাদী, ধনসম্পন্ন, যাগার্থ ও অগ্নিজিহ্ব ।

৩ । হে স্বর্গ ও পৃথিবী ! তোমরা সমধিক বল প্রদান কর । হে স্বর্গ ও পৃথিবী ! তোমরা আমাদিগের স্বচ্ছন্দতার জন্য বিশালগৃহ প্রদান কর । যাহাতে আমাদিগের অতুল ঐশ্বর্য্য হয় তাহার উপায় বিধান কর । হে সদয় দেবদয় ! তোমরা আমাদিগের গৃহ হইতে পাপ বিদূরিত কর ।

৪ । গৃহপ্রদাতা অজের কদ্রপুল্লগণ সম্প্রতি আহূত হইয়া যেন আমাদিগের নিকট আগমন করেন, কারণ তাঁহারা মহৎ ও ক্ষুদ্র ক্রেশের সময় আমাদিগের সাহায্য করিবেন বলিয়া আমরা দেব মকংগণকে আহ্বান করি ।

৫ । যে মকংগণের সহিত দীপ্তিমান্ন স্বর্গ ও পৃথিবী সংলিষ্ট; ধন-দ্বারা (স্তোত্রবর্গের) সমৃদ্ধি বিধানকারী পূবা যে মকংগণের সেবা করেন; হে মকংগণ ! ঈদৃশ তোমরা যৎকালে আমাদিগের আহ্বান শ্রবণ করিয়া আগমন কর, তখন তোমাদিগের বিভিন্ন পথদ্বারা প্রাণিবর্গ কল্পিত হইতে থাকে ।

৬ । হে স্তবকারী ! তুমি অভিনব স্তোত্রদ্বারা স্তুতিভাজন বীর ইন্দ্রের স্তব কর । এইরূপে স্তবমান সেই ইন্দ্র যেন আমাদিগের আহ্বান শ্রবণ করেন ও আমাদিগের নিকট প্রভুত অন্ন প্রেরণ করেন ।

৭ । হে বারিরাশি ! তোমরা মানবহিতসাধক, তোমরা আমাদিগের পুত্র ও পৌত্রগণের নিদিত্ত অনিষ্টনাশক রক্ষণশীল অন্ন প্রদান কর । তোমরা উপদ্রব সকল শাস্ত ও বিদূরিত কর, কারণ তোমরা মাতৃগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক; তোমরা স্বাবরজঙ্গমাত্মক জগতের উৎপাদক ।

৮ । যিনি উষামুখের ন্যায় যজমানের নিকট অভিলষিত (ধন) প্রকাশ করেন, সেই রক্ষাকারী হিরণ্যপানি পূজনীয় সবিভা যেন আমাদিগের নিকট আগমন করেন ।

৯। হে শক্তিপুত্র (অগ্নি) ! তুমি কদা আমাদিগের এই যজ্ঞে দেবগণকে আমন্ত্রণ কর । আমি যেন সর্বদা উদীর বদান্যতা অনুভব করি । হে দেব ! উদীর রক্ষাবশতঃ আমি যেন শোভন পুত্রপৌত্রাদি সম্পন্ন হই ।

১০। হে প্রাজ্ঞ নাসত্যদয় ! তোমরা সত্বর পরিচর্যা সম্বিহিত মদীর স্তোত্র সমীপে আগমন কর । তোমরা অন্ধকার হইতে অগ্নি ঋষিকে যেরূপ মুক্ত করিয়াছিলে, উক্তপ আমাদিগকে (মুক্ত কর) । হে নেতৃদয় ! তোমরা আমাদিগকে সংগ্রামদ্বুঃখ হইতে পরিত্রাণ কর ।

১১। হে দেবগণ ! তোমরা আমাদিগকে দীপ্তিসম্পন্ন, বলবিধায়ক পুত্রাদিসম্পন্ন ও সুপ্রসিদ্ধ ধন প্রদান কর । হে স্বর্গীয় (আমিত্যগণ), পার্থিব (বসুগণ), গোজাত (অর্থাৎ পশুর পুত্র মকংগণ), অপজাত (কম্রগণ) ! তোমরা অস্বদীয় মনোরথ পূর্ণ করিয়া আমাদিগকে সুখী কর ।

১২। ক্রম ও সরস্বতী, বিষ্ণু ও বায়ু, ঋতুজ্ঞা, বাজ ও দেব বিধাতা যেন তুল্যরূপ প্রসন্ন হইরা আমাদিগকে সুখী করেন । পর্জন্ত্য ও বায়ু যেন আমাদিগের অন্ন বর্দ্ধিত করেন ।

১৩। প্রসিদ্ধ দেব সবিতা ও ভগ এবং বারিরাশির পৌত্রস্থানীয় দানশীল (অগ্নি) যেন আমাদিগকে রক্ষা করেন । দেবগণ ও দেবপত্নীগণের সহিত তুল্যরূপে প্রসন্ন হুতা, দেবগণের সহিত তুল্য প্রীত স্বর্গ এবং সমুদ্রগণের সহিত সমান প্রীতি পৃথিবী যেন (আমাদিগকে রক্ষা করেন) ।

১৪। অহিবুধ্য, অজ-এক পাদ, পৃথিবী ও সমুদ্র আমাদিগের স্তোত্র শ্রবণ ককন । যজ্ঞের সমৃদ্ধি বিধায়ক, আমাদিগকর্তৃক আহুত ও স্তুত, মন্ত্র প্রতিপাদ্য ও মেধাবী ঋষিগণ কর্তৃক হুতমান বিশ্বদেবগণ আমাদিগকে রক্ষা ককন ।

১৫। তরঙ্গাজ গোত্রজ মদীর পুত্রগণ এইরূপে পূজা সাধন স্তোত্রদ্বারা দেবগণের স্তুত করিতেছে । হে যজ্ঞাহ (দেবগণ) ! তোমরা হব্যদ্বারা হুত, গৃহপ্রদাতা ও অজের, তোমরা সকলে দেবপত্নীগণের সহিত মিয়ত পূজিত হও ।

৫১ সূক্ত।

নানা দেবতা। ঋজিষা ঋষি।

১। সূর্য্যের অসিদ্ধ, প্রকাশক, বিস্তৃত, মিত্র ও বকণের প্রিয়, অপ্রতি-
হত, নির্মল ও মনোহর দীপ্তি প্রকাশিত হইয়া অন্তরীকের ভূষণবৎ শোভা
পাইতেছে।

২। যিনি তিনটী জাতব্য (ভুবন) অবগত আছেন; যিনি জ্ঞানশালী
এবং দেবগণের দুর্জয়ের জন্ম বিনষ্ট আছেন, সেই সূর্য্য মানবগণের সৎ ও
অসৎ কর্ম্মের পরিদর্শন করিতেছেন এবং প্রভু হইয়া মনুষ্যাগণের সমস্ত
মনোরথ পূর্ণ করিতেছেন।

৩। আমি যজ্ঞরক্ষক, শোভনজন্মা অদিতি, মিত্র, বকণ, অর্য্যামা ও
ভগ্নের স্তব করি। যাহাদিগের কার্য্য অপ্রতিহত, যাহারা অর্ধসম্পন্ন ও
বিশ্বের পবিত্রতা বিধারক, তাহাদিগের যশঃ কীৰ্ত্তন করিতেছি।

৪। হে হিংসকগণের ক্ষেপণকারী, সাধুগণের পালক, অপ্রতিহত
প্রভাব, শক্তিমান, অধীশ্বর, শোভন গৃহপ্রদাতা, নিত্যতরুণ, নিরতিশয়
ঐশ্বর্য্যশালী, স্বর্গের নেতা অদিতিপুত্রগণ! আমি অদিতির শরণ লইতেছি,
কারণ তিনি মদীর পরিচর্যা কামনা করেন।

৫। হে জনক স্বর্গ, জননী পৃথিবী, ভ্রাতা অগ্নি ও বসুগণ! তোমরা
আমাদিগকে সুখী কর। হে অদিতি পুত্রগণ ও অদিতি! তোমরা সমবেত
হইয়া আমাদিগকে সমধিক সুখ প্রদান কর।

৬। হে ষাণাহ দেবগণ! তোমরা আমাদিগকে রুক অথবা হকীর বশী-
ভূত করিও না(১)। যাহারা আমাদিগের অনিষ্ট কামনা করে, আমাদিগকে
তাহাদিগের আরক্ত করিও না। কারণ তোমরা আমাদিগের দেহ, বল ও
মাক্যের চালকস্বরূপ।

৭। হে দেবগণ! আমরা তোমাদেরই।* আমরা যেন অন্যকৃত
পাপনিবন্ধন ক্লেশ অনুভব না করি। হে বসুগণ! তোমরা যাহা নিষেধ কর,

(১) অর্থাৎ মদ্য ও মদ্যপত্রী; অথবা অরণ্যভ্রমর ও হুকুরী। সায়ণ।

আমরা যেন তাহার অতুষ্ঠান না করি। হে বিশ্ব দেবগণ! তোমরা বিশ্বের অধিপতি; অতএব যাহাতে শত্রু নিজ দেহের উপর অনিষ্ট উৎপাদন করে তোমরা তাহার উপায় বিধান কর।

৮। নমস্কারই সর্বোৎকৃষ্ট, অতএব আমি নমস্কার করিতেছি। নমস্কারই স্বর্গ ও পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, এই জন্য আমি দেবগণকে নমস্কার করিতেছি। দেবগণ নমস্কারেরই বশীভূত; আমি নমস্কারদ্বারা কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত করি।

৯। হে যাগাহ দেবগণ! আমি নমস্কারসহকারে তোমাদিগের সকলের নিকট প্রণত হইতেছি, কারণ তোমরা যজ্ঞের নেতা, বিশুদ্ধ বল সম্পন্ন, দেবযজ্ঞগৃহে অবস্থানকারী, অজেয়, বহুদর্শী, অধিনায়ক ও মহানু।

১০। তাঁহারা প্রকৃষ্টরূপে দীপ্তিসম্পন্ন; তাঁহারাই আমাদিগের লম্বদয় পাপ নাশ করন; দেব বরুণ, মিত্র ও অগ্নি শোভন বলশালী, সত্যকর্মা ও স্তোত্রনিরত ব্যক্তিগণের প্রতি একান্ত পরূপাতী।

১১। ইন্দ্র, পৃথিবী, পুষা, ভগ, অদিতি ও পঞ্চজন(২) আমাদিগের বাসভূমি বর্জিত করন। তাঁহারা যেন আমাদিগের সুখদাতা, অন্নদাতা, সংপথ প্রদর্শক, শোভন রক্ষাকারী ও আশ্রয়দাতা হন।

১২। হে দেবগণ! স্তবকারী ভরদ্বাজ গোত্রজ (এই ব্যক্তি) যেন সত্বর একটা স্বর্গীয় বসতি লাভ করে(৩), কারণ সে ব্যক্তি তোমার অতু-প্রার্থী। হব্যদাতা খবি অন্যান্য যজ্ঞমানের সহিত ধনাতিন্দ্রাবী হইয়া দেব সমূহের স্তব করিতেছেন।

১৩। হে অগ্নি! তুমি কুটিল পাপাচারী, দুষ্কৃতিপ্রায় শত্রুকে দূরীভূত কর। হে সাধুগণের রক্ষক! তুমি আমাদিগকে মুখ প্রদান কর।

১৪। হে সোম! আমাদিগের এই অভিষব পায়ণ সকল তোমার সহিত মিত্রতা কামনা করিতেছে। তুমি ভোজনপটু পণিকে সংহার কর, কারণ সে প্রকৃতই রক।

(২) হুসে “পঞ্চজনঃ” আছে। কারণ এখানে “দেব মনুষ্যাণাং গন্ধর্বাণশ্চ নাবিতাদি” অর্থ করিয়াছেন।

(৩) হুসে “সর্গায়ং দিব্যং” আছে। অর্থ দীপ্তমান সুখ ও হইতে পারে।

১৫। হে ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণ! তোমরা দানশীল ও দীপ্তিশালী ।
তোমরা পৃথিবীতে আমাদের রক্ষক ও সুখদাতা হও ।

১৬। আমরা সুগম ও পাপরহিত পথে উপস্থিত হইয়াছি, যে পথে
গমন করিলে লোকে শত্রু পরিহার ও ধন লাভ করে ।

৫২ সূক্ত ।

নানা দেবতা । ঋজিষা ঋষি ।

১। আমি ইহা স্বর্গীয় বা পার্থিব দেবগণের উপযুক্ত বোধ করি
না । অথবা ইহা যে (মনতুষ্টিত) যজ্ঞের কিংবা (অন্যদ্বারা সম্পাদিত)
মদীয় যাগের সমতুল্য হইবে এরূপও বিবেচনা করি না । অতএব মুমহান্
পর্যন্ত সকল তাঁহার পীড়া বিধান করুক ; অতিযাজের ঋত্বিক ও নিরতি-
শয় হীনতা প্রাপ্ত হউক(১) ।

২। হে যজ্ঞগণ ! যে ব্যক্তি আপনাকে আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ
বোধ করে এবং অন্যৎকৃত স্তোত্রের নিন্দা করিতে ইচ্ছা করে, শক্তি
সকল তদীয় অনিষ্টকারক হউক এবং স্বর্গ সেই স্তোত্র দ্বৈষ্টাকে দগ্ধ
করুক(২) ।

৩। হে সোম ! লোকে কি জন্য তোমাকে মন্ত্ররক্ষক বলে ? কি জন্যই
বা তোমাকে নিন্দা হইতে আমাদের উদ্ধার কর্তা বলিয়া থাকে ? কেনই বা
আমরা শত্রুগণ কর্তৃক নিম্নিত হইলে তুমি (নিরপেক্ষভাবে) দর্শন করিতেছ ?
তুমি স্তোত্র বিদ্বের প্রতি নিজ পীড়াদায়ক আয়ুধ ক্ষেপণ কর ।

(১) অতিবাক্য নার্ক কোন ঋষি ঋজিষা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট যজ্ঞ করিতে চেষ্টা
করায়, ঋজিষা তাহাকে অভিশাপ করিতেছেন । সায়ণ । তিন তিন ঋষি ও ঋত্বিক
গণের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও শত্রুতা ছিল তাহা প্রকাশ হইয়াছে ।

(২) এই সূক্তে “ব্রহ্ম” শব্দ দুইবার ব্যবহৃত হইয়াছে, সায়ণ একবার “তোতা”
একবার “ব্রাহ্মণ” অর্থ করিয়াছেন । ইহার পরের সূক্তে ও এই শব্দের এই
রূপ অর্থ করিয়াছেন । বলা বাহুল্য যে “তোতা” অর্থই প্রকৃত এবং সেই
অর্থই আমি গ্রহণ করিয়াছি ।

৪। আবিভূত উষা সকল আমাকে রক্ষা করুন। স্ফীত নদী সকল আমাকে রক্ষা করুন। নিম্নচল পর্বতগণ আমাকে রক্ষা করুন। দেবযজ্ঞন সময়ে যজ্ঞে উপস্থিত পিতৃদেবগণ আমাকে রক্ষা করুন।

৫। আমরা যেমন সর্বদা শ্রদ্ধাচিহ্নিত হই। আমরা যেমন সর্বদা উদয়োদ্যুত সূর্য্যকে দর্শন করি। দেবগণের নিকট অস্বদীয় হব্য বহনকারী, যজ্ঞে অধিষ্ঠানকারী, মহৈশ্বর্য সম্পন্ন অগ্নি যেমন আমাদেরকে সেইরূপ করেন।

৬। ইন্দ্র এবং বারিরাশিদ্বারা স্ফীত সরস্বতী (নদী) যেমন রক্ষা-সহকারে আমাদের সন্নিহিত হয়েন। ওষধীগণের সহিত পর্জন্ত্য যেমন আমাদের সুখদাতা হয়েন। অগ্নি যেমন পিতার ন্যায় অনার্য্যসে স্তুত্যা ও আহ্বানযোগ্য হয়েন।

৭। হে বিশ্বদেবগণ! তোমরা আগমন কর, আমার এই আহ্বান শ্রবণ কর এবং এই আন্তরিক কুশোপরি উপবেশন কর।

৮। হে দেবগণ! যে ব্যক্তি হৃতাঙ্ক হব্যদ্বারা আমাদের পরিচর্যা করে, তোমরা সকলে তাহার নিকট আগমন কর।

৯। যাহারা অমরের পুত্র, সেই বিশ্বদেবগণ আমাদের স্তোত্র শ্রবণ করুন ও আমাদের সুখ প্রদান করুন।

১০। হে যজ্ঞের মনুজিবিধায়ক, যথা সময়ে স্তোত্র শ্রবণকারী বিশ্বদেবগণ! আমাদের সমুচিত দুহু গ্রহণ কর।

১১। মনুগণের সহিত ইন্দ্র, ত্বষ্ণার সহিত মিত্র এবং অর্য্যমা আমাদের স্তোত্র ও এই সমস্ত হব্য গ্রহণ করুন।

১২। হে দেবগণের অস্থানকারী অগ্নি! দেবগণের মধ্যে যাহারা বাগার্হ ত্যাগ অবগত হইয়া তুমি তাহাদিগের মর্য্যাদা অনুসারে আমাদের এই বাগজিহ্বা সম্পাদন কর।

১৩। হে বিশ্বদেবগণ! তোমরা অন্তরীক্ষে, ভূলোকে বা স্বর্গে অবস্থান কর, আমাদের এই আহ্বান শ্রবণ কর। তোমরা অগ্নিরূপ জিহ্বা-দ্বারা হউক বা অন্যপ্রকারেই হউক বাগ গ্রহণ কর। সকলে আমাদের

এই আন্তীর্ণ কুশোপরি উপবেশনপূর্বক (তোমরস গান করিয়া) উল্লাসিত হও।

১৪। যজ্ঞাহঁ বিশ্বদেবগণ, স্বর্গ ও পৃথিবী উভয়ে এবং বারিরাশির পৌত্রভূত (অগ্নি) আমাদের শ্রোত্র শ্রবণ করুন। হে দেবগণ! আমি যেন এরূপ শ্রোত্র উচ্চারণ না করি, বাহা তোমাদিগের অগ্রাহ। আমরা যেন তোমাদিগের নিকটবর্তী হইয়া সুখলাভ করিয়া উল্লাসিত হই।

১৫। পৃথিবী, স্বর্গ বা অন্তরীক্ষে প্রোদ্ধূত, মহানু ও সংহারকশক্তি সম্পন্ন দেবগণ যেন দিবারাত্রি আমাদেরকে ও অশ্বদীয় সন্ততিগণকে অন্ন প্রদান করেন।

১৬। হে অগ্নি ও পর্জন্ম! তোমরা মদীর যাগকার্য রক্ষা কর। তোমরা অন্যায়সে আহ্বানযোগ্য, অতএব এই যজ্ঞে আমাদের শ্রোত্র (শ্রবণ কর)। তোমাদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি ইন্দ্র (অন্ন) উৎপাদন করেন ও অন্য ব্যক্তি মর্ত্যে উৎপাদন করেন। অতএব তোমরা আমাদের সন্ততি-সহকারে অন্ন প্রদান কর।

১৭। হে পূজনীয় বিশ্বদেবগণ! অদ্য আমাদের এই যজ্ঞে কুশ আন্তীর্ণ হইলে, অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইলে এবং আমি শ্রোত্রোচ্চারণ ও নন্দনার পুরসর তোমাদিগের পরিচর্যা করিলে পর, তোমরা হব্যদ্বারা তৃপ্তিলাভ কর।

৫৩ সূক্ত।

পুখা দেবতা। তরঙ্গাজ ঋষি।

১। হে মার্গপতি পুখা! আমরা কৰ্ম্মাফুষ্ঠান ও অনলাভের নিমিত্ত (রগস্থলে) রথের ন্যায় তোমাকে আমাদের অভিযুথবর্তী করিতেছি।

২। হে পুখা! তুমি আমাদের নিকট-মানব হিতকারী, ধনদান বিষয়ে বিযুক্তহস্ত ও বিশুদ্ধ দানযুক্ত একটা গৃহস্থ প্রেরণ কর।

৩। হে দীপ্তিসম্পন্ন পুখা! তুমি অদানশীল ব্যক্তিকে দ্বাদ্বার্থ উত্তেজিতকর এবং কৃপণের হৃদয় কোমল কর।

৪। হে ঐচণ্ড বলশালী পুৰা! তুমি অন্নলাভের নিমিত্ত পথ সকল পরিষ্কৃত কর। বিঘ্নকারী (তদ্বরদিগকে) সংহার কর এবং আমাদিগের অন্তুষ্ঠান লবল সকল কর।

৫। হে জ্ঞানসম্পন্ন পুৰা! তুমি লুক্ষ লোহাঐ দণ্ড(১) দ্বারা লুক্ষ-গণের হৃদয় বিদ্ধ কর এবং তাহাদিগকে আমাদিগের বশে আনিয়ন কর।

৬। হে পুৰা! তুমি ঐতাদদ্বারা লুক্ষ ব্যক্তির হৃদয় বিদীর্ণ কর। তাহার চিতে সদাশয়তা উৎপাদন কর এবং তাহাকে আমার বশে আনিয়ন কর।

৭। হে জ্ঞানশালী পুৰা! তুমি লুক্ষ ব্যক্তিগণের চিত্ত রেখাক্তি কর। হৃদ্যত (কাঠিন্য) সম্যকরূপে শিথিল কর এবং তাহাদিগকে আমাদিগের বশে আনিয়ন কর।

৮। হে দীপ্তিসম্পন্ন পুৰা! তুমি অন্নপ্রেরক ঐতাদ দ্বারা লুক্ষ ব্যক্তির হৃদয় রেখাক্তি কর। এবং তদ্যত-কাঠিন্য সম্যক প্রকারে শিথিল কর।

৯। হে দীপ্তিশালী পুৰা! তুমি যে অস্ত্রদ্বারা ধেনুরন্দ ও পশুগণকে পরিচালিত কর, আমরা ত্বদীয় সেই অস্ত্রের নিকট উপকার প্রার্থনা করি।

১০। হে পুৰা! তুমি আমাদিগের উপভোগার্থ অম্মদীয় যাগকাৰ্য্যকে গো, অশ্ব, অন্ন ও পরিচালকবর্গের উৎপাদক কর।

(১) মূলে “আরয়া” আছে। “লুক্ষ লোহাঐ দণ্ডঃ ঐতাদঃ।” লায়ন।
“Goat.”—Wilson.

৫৪ সূক্ত ।

পুষা দেবতা । তরহাজ ঋষি ।

১। হে পুষা! তুমি আমাদিগকে একুপ একটী বিচক্ষণ ব্যক্তির সহিত সঙ্গত কর, যিনি আমাদিগকে একুতরূপে পথ প্রদর্শন করাইবেন এবং বলিবেন “এইটাই সেই(১)।”

২। আমরা যেন পুষার অনুগ্রহে একুপ ব্যক্তির সহিত মিলিত হই, যিনি সমস্ত গৃহ আমাদিগকে প্রদর্শন করাইবেন এবং বলিবেন “এই গুলিই সেই।”

৩। পুষার (আবুধভূত) চক্র বিনষ্ট হয় না। এই চক্রের কোশ হীন হয় না এবং ইহার ধারা কুণ্ঠিত হয় না।

৪। যে ব্যক্তি হব্যদ্বারা পুষার পরিচর্যা করে, পুষা তাহার কিঞ্চিৎমাত্র অপকার করেন না এবং সেই ব্যক্তিই প্রদানতঃ ধন লাভ করে ।

৫। পুষা যেন রক্ষা করিবার নিমিত্ত আমাদিগের ধেতুহৃন্দের অনুসরণ করেন ; তিনি যেন আমাদিগের অশ্বগণকে রক্ষা করেন ; তিনি যেন আমাদিগকে অন্ন প্রদান করেন ।

৬। হে পুষা! তুমি রক্ষণার্থ সোম্যভিববকারী যজ্ঞমানের গোগণের অনুসরণ কর এবং তদীয় স্তোত্রোচ্চারণকারী (আমাদিগের ও) ধেতুগণের অনুসরণ কর ।

৭। পুষা! আমাদিগের গোধন যেন নষ্ট না হয়। ইহা যেন (বান্দ্রাদি দ্বারা) নিহত না হয়। রূপগাত দ্বারা যেন বিনষ্ট না হয়। অতএব তুমি অহিংসিত সেই ধেতুগণের সহিত (সায়ং কালে) আগমন কর(২) ।

(১) অর্থাৎ সমস্ত স্থলে সে ব্যক্তি পথ বা গৃহ নির্ণয় করিয়া দিবে। কিন্তু সাধারণ অর্থ করিয়াছেন যে, সে ব্যক্তি অপছন্দ দ্রব্য বাহির করিয়া দিবে। এ অর্থ অসঙ্গত ।

(২) গো রক্ষকগণ দ্বারা যে প্রকৃতিতে অবলোকন করিত, সেই প্রকৃতির দ্বারা পুষা। যজ্ঞমান তাহার হস্তে প্রভোদ, তিনি পথ নির্দেশ করেন, গো লক্ষ্য রক্ষা করেন, নষ্ট পশু উদ্ধার করেন, জঘনকারীদিগকে লংঘণে লইয়া যান, ইত্যাদি। ১। ৪২। ১০ ঋকের শ্লোকা দেখ ।

৮। (অশ্বদীয় স্তোত্র) শ্রবণকারী, দারিত্র্যানাশক, অবিমলধন, (অখিল জগতের) অধিপতি, পুষার নিকট ধন প্রার্থনা করিতেছি।

৯। হে পুষা! যৎকালে আমরা ত্বদীয় উপাসনায় নিযুক্ত থাকি, তৎকালে যেন কখনও হিংসিত না হই। সম্প্রতি আমরা তোমার স্তব করিয়া যেন সেইরূপ হই।

১০। পুষা যেন নিজ দক্ষিণ হস্তদ্বারা আমাদের গোধনকে বিপণ্য গমন হইতে নিবারণ করেন। তিনি যেন আমাদের নষ্ট গোধনকে পুনরানয়ন করেন।

৫৫ সূক্ত ।

পুষা দেবতা। তরঙ্গাজ ঋষি।

১। হে দীপ্তিসম্পন্ন বিম্বচোনপাৎ(১) (পুষা)। ত্বদীয় স্তবকারী (আমার) নিকট আগমন কর। আমরা উভয়ে সঙ্গত হই। তুমি অশ্বদীয় যজ্ঞের নেতা হও।

২। আমরা রথি শ্রেষ্ঠ, কপর্দী অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি, আমাদের মিত্রভূত (পুষার) নিকট ধন প্রার্থনা করিতেছি।

৩। হে দীপ্তিশালী পুষা! তুমি ধন প্রবাহস্বরূপ। তুমি ধনরাশি-স্বরূপ এবং ছাগই তোমার অশ্বের কার্য্য নির্বাহ করে। তুমি প্রত্যেক-স্তবকারীর মিত্রভূত।

৪। অদ্য আমরা ছাগবাহন, অন্ন সম্পন্ন সেই পুষার স্তব করিতেছি, যাহাকে লোকে তাঁহার ভগিনী, (অর্থাৎ উষার) জার বলিয়া থাকে(২)।

৫। (রাত্রিরূপ) মাতার পতিদেব পুষার স্তব করিতেছি। তাঁহার ভগিনীর জার (পুষা) আমাদের স্তোত্র শ্রবণ ককন। ইজ্ঞের সহোদর পুষা যেন আমাদের মিত্র হয়েন।

৬। রথে নিয়োজিত ছাগগণ স্তোত্রবর্ণের আশ্রয়ভূত পুষার রথ বহন পূর্বক তাঁহাকে এই স্থানে আনয়ন কক।

(১) সারণ "বিম্বচ" প্রজাপতি করিয়াছেন, "নপাৎ" অর্থে পুত্র করিয়াছেন।

(২) সূর্যকে অনেক স্থানেই উষার প্রণয়ী বা জার বলিয়া বর্ণনা করা হয়।

৫৬ সূক্ত ।

পুষা দেবতা । ভরদ্বাজ ঋষি ।

১। যিনি পুষাকে করস্তের (অর্থাৎ হৃতমিশ্রিত যবসকুর) ভোজী বলিয়া স্তব করেন, তাঁহাকে অন্য দেবের স্তব করিতে হয় না ।

২। রথিশ্রেষ্ঠ, সাধুগণের রক্ষক, সুপ্রসিদ্ধ দেব ইন্দ্র মিত্রভূত পুষার সাহায্যে শত্রু সংহার করেন ।

৩। চালক, রথিশ্রেষ্ঠ, পুষা দীপ্তিমান, সূর্য্যের হিরণ্য রথচক্র নিয়ত পরিচালিত করিতেছেন ।

৪। হে বহুলোকের বন্দনীয়, মনোহরমূর্ত্তি, জ্ঞানসম্পন্ন পুষা ! অদ্য আমরা যে ধন উদ্দেশ্য করিয়া তোমার স্তব করিতেছি, তুমি আমাদেরকে সেই বাঞ্ছিত ধন প্রদান কর ।

৫। গোকাম এই সমস্ত মানবগণকে গোলাভিজারা চরিতার্থ কর । হে পুষা ! তুমি দূরদেশেও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছ ।

৬। হে পুষা ! আমরা অদ্যকার ও পরদিনের যজ্ঞসম্পাদনার্থ তোমার সেই রক্ষা প্রার্থনা করিতেছি ; সে রক্ষা পাপ হইতে দূরস্থিত ও ধনের সন্নিবৃত্ত ।

৫৭ সূক্ত ।

ইন্দ্র ও পুষা দেবতা । ভরদ্বাজ ঋষি ।

১। হে ইন্দ্র ও পুষা ! অন্য আমরা আমাদের লক্ষ্যার্থ তোমাদের সহিত বন্ধুত্বের জন্য ও অন্ন লাভের নিমিত্ত তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি ।

২। তোমাদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি (অর্থাৎ ইন্দ্র) পাত্র মধ্যে অভিযুত সোমরস পান করিবার নিমিত্ত গমন করেন এবং অপর ব্যক্তি (অর্থাৎ পুষা) কস্ত ভোজন করিতে অভিলাষ করেন ।

৩। একের বাহন ছাগগণ, অন্যের বাহন স্কলকায় অশ্বদ্বয় এবং তিনি (অর্থাৎ ইন্দ্র) সেই অশ্বদ্বয়সহকারে রক্ত সংহার করেন ।

৪। যখন নিরতিশয় বর্ষণকারী ইন্দ্র মহাহৃষ্টি পাতিত করেন, তখন পুষা ইঁহার সহায় হন ।

৫। আমরা হৃক্ষের সূদৃঢ় শাখার ন্যায় পুষা ও ইন্দ্রের অমুগ্রহ হৃক্ষের উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছি ।

৬। সারথি বৈরূপ রশ্মি (আকর্ষণ করে) আমাদেরিগের প্রকৃষ্ট কল্যাণের নিমিত্ত আমরা ও তরুণ পুষা ও ইন্দ্রকে আমাদেরিগের নিকট আকর্ষণ করিতেছি ।

৫৮ সূক্ত ।

পুষা দেবতা । ভরহাজ ঋষি ।

১। হে পুষা! তোমার এরূপ (দিবা) শুক্লবর্ণ ও অন্যরূপ (রাত্রি) কেবল যজ্ঞীয় । এইরূপে দিবা ও রাত্রির রূপ বিভিন্ন প্রকার । তুমি স্বর্ষ্যেরন্যায় প্রকাশক, কারণ তুমি অন্নদাতা ও সর্বপ্রকার জ্ঞান ধারণ কর, লক্ষ্যভিত্তি হৃদীয় কল্যাণ কর দান প্রকাশিত হউক ।

২। যিনি ছাগবাহন ও পশুপালক, যাঁহার গৃহ অন্নপূর্ণ, যিনি স্তোতৃবর্গের প্রীতিপ্রদ, যিনি অখিল ভুবনের উপর স্থাপিত, সেই দেব পুষা (সূর্য্যরূপে) ভূতজাতকে প্রকাশিত করিয়া নিজহস্তে প্রত্যাদ উত্তোলন করিয়া নভোমণ্ডলে গমন করিতেছেন ।

৩। হে পুষা; তোমার যেসমস্ত হিরণ্ময়ী লোকা সমুদ্র মধ্যস্থ অন্তরীক মধ্যে সঞ্চারণ করে, তদ্বারা তুমি স্বর্ষ্যের দৌত্য কার্য সম্পাদন কর(১) । তুমি ইহা রূপ অন্নার্থী; স্তোতৃগণ তোমাকে স্বেচ্ছা প্রদত্ত (পশাদি) দ্বারা বশীভূত করে ।

(১) "কদাচিদেবঃ সার্বজংস্বর্ষ্যে হস্তর বধার্ঘ্যং প্রস্থিতেনতি তস্য তর্ক্যাত্ত-
তরী সজ্ঞাতোৎসুকী বজ্রবতাপ্রতিস্থ্যঃ পুষণী প্রাট্টৈনীং তেনহাজ পুষা
অবজে।" সারণ ।

৪। পূবা অর্ঘ ও পৃথিবীর শোভন বহুস্বরূপ, অগ্নির অধিপতি, ঐশ্বর্যশালী ও মনোজ্ঞ মূর্তি। তিনি বলশালী, শ্বেচ্ছাশ্রিত (পশাদি) দ্বারা প্রসাদযোগ্য ও শোভনগমনকারী তাঁহাকে দেবগণ সূর্য্য পত্নীর নিকট সমর্পণ করিয়াছিলেন।

৫৯ হুক্ত।

ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতা। তরঙ্গাজ ধবি।

১। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা যে বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছ, সোমরস অভিযুত হইলে আমি তোমাদিগের সেই বীরত্ব আগ্রহ সহকারে কীৰ্ত্তন করি। দেবদেষ্ঠা অনুরগণ তোমাদিগকর্তৃক নিহত হইয়াছে, অথচ তোমরা অক্ষত রহিয়াছ।

২। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমাদিগের যে জন্মসাহায্য প্রতিপাদিত হয়, তৎসমুদয় যথার্থ ও অতিশয় প্রশংসনীয়। তোমাদিগের উভয়েরই এক জনক; তোমরা উভয়ে যমজ ভ্রাতা ও তোমাদিগের মাতা সর্বত্র বিদ্যমান আছেন।

৩। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! ঋতগামী অশ্বদ্বয় যেরূপ ভক্ষণীর ঘাসের অভিযুখে গমন করে, সোমরস অভিযুত হইলে তোমরাও সেইরূপ সমবেত হইয়া গমন কর। অদ্য আমরা রক্ষাহেতু বজ্রধর ও দানাদিগুণসম্পন্ন ইন্দ্র ও অগ্নিকে এই যজ্ঞে আহ্বান করিতেছি।

৪। হে যজ্ঞের সমৃদ্ধিবিধায়ক দেব ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমাদিগের স্তোত্র সুপ্রসিদ্ধ। যে ব্যক্তি সোমরস অভিযুত হইলে অপ্রীতিকর স্তোত্রদ্বারা কুৎসিতরূপে তোমাদিগের স্তব করে, তোমরা তাহার প্রদত্ত সোম গ্রহণ কর না।

৫। হে দীপ্তিসম্পন্ন ইন্দ্র ও অগ্নি! কোন মর্ত্য তোমাদিগের এই কার্যের বিচারক হইবে, যখন তোমাদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি (অর্থাৎ সূর্য্য-স্বক ইন্দ্র) বিবিধরূপে গমনকারী অশ্বগণকে যোজিত করিয়া (অগ্নির সহিত) এক রথে আরোহণপূর্ব্বক গমন করেন।

৩। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! পান্দরহিত এই উষা (প্রানিবর্গের) গিরো-
দেশ উত্তেজিত করিয়া এবং তাহাদিগকে জিহ্বা দ্বারা উচ্চ শব্দ করাইয়া
পান্দরুস্ত্র নিদ্রিত জীবগণের অভিযুথবর্তিনী হইতেছেন এবং এইরূপে ত্রিশ-
পদ (ত্রিশংমুহূর্ত্ত) অতিক্রম করিতেছেন।

৭। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! যোদ্ধা পুরুষগণ হস্তদ্বয় দ্বারা ধনুক বিস্তারিত
করে। তোমরা এই মহাসংগ্রামে গোগণের অস্থসন্ধান সময়ে আমাদিগকে
পরিভ্রাণ করিও ন।

৮। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! হননশীল, আক্রমণকারী শক্রগণ আমাদিগকে
পীড়িত করিতেছে। তুমি মদীয় শক্রগণকে বিদূরিত কর ও তাহাদিগকে
সূর্য্যাদর্শন হইতে বঞ্চিত কর, (অর্থাৎ বিনষ্ট কর)।

৯। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা দিব্য ও পার্থিব সকল ধর্মেরই (অধি-
পতি)। অতএব এই যজ্ঞে আমাদিগকে সমগ্র জীবনপোষক ধর্ম প্রদান
কর।

১০। হে স্তোত্রদ্বারা আকর্ষণীয় ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা আমাদিগের
এই সোমরস পান করিবার নিমিত্ত আগমন কর, কারণ তোমরা স্তোত্র ও
সমুদয় উপাসনা সমন্বিত আহ্বান শ্রবণ কর।

৬০ সূক্ত।

ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতা। ভবদ্ব্যজ ঋষি।

১। যিনি বিপুল ধর্মের অধিপতি, বলপূর্ব্বক শত্রু নিধনকারী ও
অগ্নাজিহ্বী ইন্দ্র ও অগ্নির পরিচর্যা করেন, তিনি শক্রসংহার ও অন্নলাভ
করেন।

২। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা অগচ্ছত, ধেনুহৃদ, বারিরাশি, সূর্য্য
ও উষা সকলের জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলে। হে ইন্দ্র! তুমি দিক্‌সমূহ, সূর্য্য,
উষা সকল, বিচিত্র সলিল ও গোগণকে ভুবনের সহিত যোজিত করিয়াছ।
হে অগ্নি নিযুক্ত সংখ্যক অশ্বের অধিপতি! তুমি ও এইরূপ কার্য্য সম্পাদন
করিয়াছ।)

৩। হে রক্ত সংহারকারী ইন্দ্র ও অগ্নি ! তোমরা আমাদের হব্যাদ্বারা (পরিপুষ্ট হইবার নিমিত্ত) শক্রনাশক বল সহকারে আমাদের অভিমুখে আগমন কর । হে ইন্দ্র ও অগ্নি ! তোমরা অনিন্দনীয় ও অত্যন্ত কৃষ্ণ ধনের সহিত আমাদের নিকট আবির্ভূত হও ।

৪। পূর্বকালে যাহাদিগের সমস্ত বীরকার্য (ঋণিগণ কর্তৃক) কীৰ্ত্তিত হইয়াছে, আমি সেই ইন্দ্র ও অগ্নিকে আহ্বান করিতেছি । তাঁহারা (স্তোত্রবর্গের) হিংসা করেন না ।

৫। আমরা প্রচণ্ড বলশালী, শক্রনিধনকারী ইন্দ্র ও অগ্নিকে আহ্বান করিতেছি । তাঁহারা যেন ঈদৃশ সংগ্রামে আমাদের (রক্তকার্য করিরা) সুখী করেন ।

৬। সাধুগণের রক্ষাকারী ইন্দ্র ও অগ্নি ধার্মিক ও অধার্মিক কৃত সমস্ত উপদ্রব নিবারণ করিতেছেন । তাঁহার সমুদয় বিদ্বৈশকারিগণকে সংহার করিয়াছেন ।

৭। হে ইন্দ্র ও অগ্নি ! এই সকল স্তোত্র তোমাদিগের স্তব করিতেছেন । হে সুখপ্রদানকারী ইন্দ্র ও অগ্নি ! তোমরা অভিবূত এই সোমরস পান কর ।

৮। হে নেতা ইন্দ্র ও অগ্নি ! তোমাদিগের বহুলোকস্পৃহণীয় ও হব্যদাতার নিমিত্ত (উৎপন্ন) যে নিযুত অশ্ব আছে, তোমরা সেই সমস্ত অশ্বে (আরোহণপূর্বক) আগমন কর ।

৯। হে নেতা ইন্দ্র ও অগ্নি ! তোমরা এই সবনে অভিবূত সোমরস পান করিবার নিমিত্ত আগমন কর ।

১০। (হে স্তবকারী) ! যিনি শিখাধারা সমগ্র বনসমূহকে আচ্ছন্ন করেন এবং (জ্বালারূপ) জিহ্বাধারা তাহাদিগকে কৃষ্ণবর্ণ করেন, তুমি সেই অগ্নির স্তব কর ।

১১। যে মর্ত্য প্রজ্বলিত অগ্নিতে ইন্দ্রের সুখ দায়ক হব্য প্রদান করেন, ইন্দ্র সেই ব্যক্তির দীপ্তিসম্পন্ন অম্বের নিমিত্ত কল্যাণকর বারিবর্ষণ করেন ।

১২। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা আমাদের বলবানু অন্ন এবং (অন্নদীর হব্য) বলবানু করিবার নিমিত্ত বেগবানু অশ্ব সকল প্রদান কর।

১৩। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! আমি হোমদ্বারা তোমাদিগকে অতুল করিবার জন্য তোমাদিগের উভয়কেই আহ্বান করিতেছি। হব্যদ্বারা যুগপৎ তৃপ্তিবিধান করিবার নিমিত্ত আমি উভয়কেই আহ্বান করিতেছি। তোমরা উভয়েই ধনদাতা ও অন্নদাতা, অতএব আমি অন্নলাভার্থ উভয়কেই আহ্বান করিতেছি।

১৪। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা গোসমূহ, অশ্বসমূহ ও বিপুল ধন-সহকারে আমাদের অভিযুগে আগমন কর। আমরা মিত্রতা লাভের নিমিত্ত মিত্রভূত, দানাদিগুণসম্পন্ন ও সুখপ্রদাতা ইন্দ্র ও অগ্নিকে আহ্বান করিতেছি।

১৫। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা সোমাত্তিবিকারী যজ্ঞমানের আহ্বান প্রদান কর। তোমরা হব্য কামনা কর, আগমন কর এবং মধুর সোমরস পান কর।

৬১ সূক্ত।

সরস্বতী দেবতা। তরঙ্গাজ ঋষি।

১। এই সরস্বতী দেবী হব্যদাতা বধ্যশ্বকে বেগসম্পন্ন ও ঋণ মোচনকারী দিবোদাস (নামক একটি পুত্র) প্রদান করিয়াছেন। তিনি নিয়ত কেবল আত্মচিন্তনকারী নানবিমুখ পণি সংহার করিয়াছেন। হে সরস্বতি দেবি! তুমি এই সমস্ত দান অতি মহৎ।

২। এই (নদীরূপী সরস্বতী) মৃগাল খননকারীর ন্যায় প্রবল ও বেগবানু তরঙ্গসহকারে পর্বতসাহু সকল ভয় করিতেছেন। আমরা রক্তার নিমিত্ত স্তুতি ও যজ্ঞদ্বারা উভয় কুলনাশিনী সরস্বতীর পরিচর্যা করিতেছি।

৩। হে সরস্বতি ! তুমি দেবমিন্দকগণকে বধ করিয়াছ এবং সর্ব-
ব্যাপী মান্নাবী হ্রসয়ের পুত্রকে সংহার করিয়াছ(১)। হে অন্নসম্পন্ন সর-
স্বতি দেবি ! তুমি মান্নবগণকে ভূমি প্রদান করিয়াছ এবং তাহাদিগের
জন্ম বারিবর্ষণ করিয়াছ ।

৪। দানশালিনী, অন্নসম্পন্ন, স্তোভবর্গের রক্ষাকারিণী সরস্বতী
যেন অন্নদ্বারা সম্যকরূপে আমাদিগের তৃপ্তি সাধন করেন ।

৫। হে দেবি সরস্বতি ! যে ব্যক্তি তোমাকে ইন্দ্রের ন্যায় স্তব করে,
সেই ব্যক্তি যখন খনলাভার্থ যুদ্ধে প্ররত হয়, তাহাকে তুমি তখন রক্ষা
করিও ।

৬। হে অন্ন শালিনী, দেবি সরস্বতি ! তুমি সংগ্রামে আমাদিগকে
রক্ষা করিও এবং পুবার ন্যায় আমাদিগকে ভোগযোগ্য ধন প্রদান করিও ।

৭। ভীষণা, হিরণ্ময় রথে আরুঢ়া শক্রঘাতিনী সেই সরস্বতী যেন
আমাদিগের মলোহর স্তোত্র কামনা করেন ।

(১) সায়েণ বলেন হ্রসয় বৃষ্টার একটী নাম এবং তাহার পুত্র বৃজ, যে বৃজকে ইন্দ্র
বধ করেন । সায়েণ আরও বলেন যে ইন্দ্র বৃষ্টার বিশ্বরূপ নামে এক পুত্রকে হনন
করিলে পর বৃষ্টা একটী শোণ যজ্ঞ করেন । ইন্দ্র আহত না হইলেও তথায় আশ্রিয়া
শোণ পান করিয়া যান । তাহাতে বৃষ্টা আরও ক্রুদ্ধ হইয়া “ইন্দ্র ষাতক” এক পুত্র
পাইবার জন্য যজ্ঞ করেন । উচ্চারণ দোষে “ইন্দ্র ষাতক” শব্দ ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসে
গৃহীত না হইয়া বহু ত্রীবি সমাসে গৃহীত হইল, সুতরাং বৃষ্টার বৃজ নামে দ্বিতীয় বে
পুত্র হইল, ইন্দ্র তাহারও ষাতক হইলেন ।

ইন্দ্র বৃষ্টার এক পুত্র বিশ্বরূপকে হনন করিয়া ছিলেন, ঋগ্বেদে তাহা স্থানে
দেখিতে পাওয়া যায় । ২। ১১। ১৯ ঋক ও তীকা দেখ কিন্তু বৃজ যে বৃষ্টার দ্বিতীয়
সন্তান তাহার কোনও উল্লেখ আমি ঋগ্বেদে পাই নাই । এবং যজ্ঞের উচ্চারণ দোষে
সেই বৃজ ইন্দ্রের ষাতক না হইয়া ইন্দ্র তাহার ষাতক হইয়া ছিলেন, এই মন্তব্যকারণ
স্পষ্টী পুরোহিত কলিত বালকোচিত উপন্যাস ঋগ্বেদের সময়ের নহে, অনেক পরে
পুরোহিত প্রাধান্যের সময় সৃষ্ট হইয়াছে ।

যে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ পনিকর্তৃক গাভী অপহরণের কথা এবং গ্রীক তাবার
ইলিয়দের গল্প একই মনে করেন, তাঁহারা হ্রসয় ও Brises কেও এক মনে করেন ।
“In the Iliad, Briseis, the daughter of Brises, is one of the first captives
taken by the advancing army of the West. In the Veda, before the bright
powers reconquer the light that had been stolen by Pani, they are said to
have conquered the offspring of Brisaya.”—Max Muller's *Science of Lang-
uage* (1882), vol. II, p. 515. ১। ৬। ৫ ঋকের তীকা দেখ।

৮। বাঁহার অপরিমিত, অকুটিল দীপ্ত, অপ্রতিহত গতি, জলবর্ষাবোগ
প্রচণ্ড শব্দ করিয়া বিচরণ করে।

৯। নিরন্ত্র ভ্রমণকারী সূর্য্য যেরূপ দিন সকলকে (আনয়ন করেন),
তদ্রূপ সেই সরস্বতী যেন আমাদের সমস্ত শত্রুকে পরাজিত করেন এবং
সলিলময়ী নিজ অন্যান্য ভগিনীগণকে আমাদের নিকট আনয়ন করেন।

১০। (সপ্ত নদীরূপ) সপ্ত ভগিনী সম্প্রদা(২) (প্রাচীন ঋষিগণ
কর্তৃক) সমাক্রমে সেবিতা, আমাদের প্রিয়তমা সরস্বতী দেবী যেন
নিরন্ত্র আমাদের স্তুতি ভাজন হন।

১১। পৃথিবী ও স্বর্গের বিস্তীর্ণ প্রদেশ সকলকে যিনি নিজ দীপ্তিদ্বারা
পূর্ণ করিয়াছেন, সেই সরস্বতী দেবী যেন মিন্দক হইতে আমাদের রক্ষা
করেন।

১২। ত্রিলোক ব্যাপিনী, সপ্তাবয়বা, পঞ্চ শ্রেণীর(৩) সমৃদ্ধি বিধায়িনী
সরস্বতী দেবী যেন প্রতিষুদ্ধে লোকের আহ্বানযোগ্যা হন।

১৩। যিনি মাহাত্ম্য ও কীর্ত্তিদ্বারা ইহাদিগের মধ্যে মুদ্রীসিক্ত ; যিনি
নদীসমূহের মধ্যে সমধিক বেগবতী ; যিনি শ্রেষ্ঠতা হেতু নিরতিশয় গুণ
শালিনী হইয়াছেন, সেই সরস্বতী জ্ঞানী শ্রোতার স্তুতিভাজন হয়েন।

১৪। হে সরস্বতী ! তুমি আমাদের প্রশস্ত ধনে লইয়া যাও।
তুমি আমাদের হীন করিও না। অধিক জলদ্বারা আমাদের উৎ-
পীড়িত করিও না। তুমি আমাদের বন্ধুত্ব ও গৃহ স্বীকার কর। আমরা
যেন তোমার নিকট হইতে অপকৃষ্টস্থানে গমন না করি(৪)।

(২) এখানে ও সপ্ত নদীর উল্লেখ আছে।

২ (৩) এখানে “পঞ্চ জাতা” অর্থে সায়ণ চারি জাতি ও নিষাদ করিয়াছেন।

(৪) অর্থাৎ সরস্বতী নদীতীর বাসী ঋষীগণ তথায়ই চিরকাল বস
করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন।

ঋগ্বেদ সংহিতা ।

মূল সংস্কৃত হইতে

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত কর্তৃক

বাক্সাল তাহার অনুবাদিত ।

পঞ্চম অষ্টক ।

কলিকাতা ।

বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের যন্ত্রে মুদ্রিত ।

১৮৮৬ ।

ভূমিকা।

ঋগ্বেদ সংহিতার পঞ্চম অষ্টকে ষষ্ঠ মণ্ডলের শেষাংশ, সপ্তম মণ্ডল সমুদয় এবং অষ্টম মণ্ডলের ১১টী সূক্ত আছে।

সপ্তম মণ্ডল বসিষ্ঠ ঋষি অথবা তদ্বংশীয়দিগের দ্বারা রচিত। সুতরাং এই মণ্ডলে সেই ঋষিদিগের এবং তাঁহারা যে সুদাস রাজার জন্য যজ্ঞ নিৰ্ব্বাহ করিয়াছিলেন, তাহার অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। উক্ত বিবরণ পাঠক যথাস্থানে দেখিতে পাইবেন এবং “বসিষ্ঠ” শব্দের আদি অর্থ কি তাহাও চীকার দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি।

বসিষ্ঠ সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিলেন এবং সমুদ্রতরঙ্গে তাঁহার নৌকা দোলায়িত হইয়াছিল, তাহারও উল্লেখ এই মণ্ডলের ৮৮ সূক্তে পাওয়া যায়। চারি সহস্র বৎসর পূর্বে বসিষ্ঠ যে কথাগুলি উচ্চারণ করিয়াছিলেন, আমি ভক্তিভাবে এক্ষণে সেই কথাগুলি উচ্চারণ করিতেছি— “সমুদ্রমধ্যে নৌকা সুন্দররূপে প্রেরণ করিয়াছি, জলের উপর গমনশীল নৌকায় আছি, শোভার্ঘ (নৌকারূপ) দোলায় সুখে ক্রীড়া করিতেছি।”

ON BOARD, S. S. “NUDDEA.” }
Aden, 3rd May 1886. }

ঐরমেশচন্দ্র দত্ত।

ধর্মবিখ্যাস ও দেবগণ সম্বন্ধে বিবরণ।

বিষয়।	মণ্ডলের সংখ্যা।	হৃক্তের সংখ্যা।	টীকার সংখ্যা।
পূণ্যবলে স্বর্গলাভ	{ ৭ ৭ ৮	৭৪ ৮৮ ৪	১ ২ ৩
পাপের অনুশোচনা ও পবিত্রচিত্ত।	{ ৭ ৭ ৭	৮৬ ৮৭ ৮৯	২ ৬ ১
বিষ্ণু	{ ৭ ৭	৯৯ ১০০	১৩২ ১৩২
পৃথ্বী	৮	৪	২
সরস্বতী দেব	৭	৯৫	৩
বাস্তোপ্পতি	৭	৫৪	১
পরুষ, নদী, রক্ষ, গো, অশ্ব প্রভৃতির স্তুতি	৭	৩৫	সমস্ত হৃক্ত।
ভেকদিগের স্তুতি	৭	১০৩	সমস্ত হৃক্ত।
সারমেয়ের স্তুতি	৭	৫৪	১
সর্পবিষ সম্বন্ধে মন্ত্র	৭	৫০	সমস্ত হৃক্ত।
অহর	৭	২	২
রাক্ষসগণ	৭	১০৪	১৩৩
“বসিষ্ঠ” আদি অর্থ তুর্ষা	৭	৩৩	৪ ✓
বসিষ্ঠ ঋষিগণ স্ত্রীসম্রাটের বজ্রনির্ধারক	৭	৩৩	১৩২ ✓
বসিষ্ঠদিগের সমুদ্ভবগণ	৭	৮৮	১
অজ্ঞার কন্যা শঙ্খতী	৮	১	৫ ✓
শক্তি অর্থে বজ্র। পৌরাণিক উপাখ্যানের উদ্ভব।	{ ৭	৬৭	১

সভ্যতা ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধে বিবরণ।

বিষয়।	মণ্ডলের সংখ্যা।	স্থলের সংখ্যা।	টীকার সংখ্যা।
মনুষ্যপরিমায়ের সীমা শতবর্ষ	{ ৭	৬৬	১
	{ ৭	১০১	৭
হৃদাসরাজ্যের শক্তিগণ	{ ৭	১৮	২
	{ ৭	৮৩	৩
হৃদাসরাজ্যকৃত মুক্তবর্ণনা	৭	৮৩	২
হৃদের অন্তঃসমূহ ও আয়োজনাদি	৬	৭৫	১
ব্রাহ্মণ অর্থে শোভা, বিপ্র অর্থে মেধাবী	{ ৬	৭৫	২ ও ৬
	{ ৭	১০৩	১ ও ৩
	{ ৮	১১	১
কৃত্রিয় অর্থে বলবান্	{ ৭	৬৪	১
	{ ৭	৮৯	১
	{ ৭	৫	১
অনার্য্যদিগের উল্লেখ	{ ৭	১৮	২
	{ ৭	২১	১
	{ ৭	৮২	১
	{ ৭	৩	১
লৌহময় নগর	{ ৭	১৫	১
	{ ৭	৯৫	১
অন্যজাত পুত্র	৭	৪	১
পালিত পশু	৮	৫	১
পশুখাদক চোর	৭	৮৬	১
লগ্নমদী	৭	৩৬	১